Vaishnava Padavali. A selection from Vaishnava lyric poetry. Compiled and edited by Sukumar Sen. Sahitya Akademi, New Delhi

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭

সাহিত্য অকাদেমী
রবীন্দ্রভবন, ফিরোজশাহ রোড, নিউ দিল্লী ১
ব্লক ৫ বি, রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, কলিকাতা ২৯
২১ হ্যাডোস রোড., মাদ্রাজ ৬

সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড ২৮ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯ কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

বাংলায় বৈষ্ণব-পদাবলীর জন্ম জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদাবলী থেকে। শুধু বাংলায় কেন, অন্যত্রও। তবে জয়দেবের পরে বাংলা দেশে লেখা কোনো পদ বা পদাবলীর সন্ধান পনেরো শতকের শেষ দশ বছরের আগে নিশ্চিতভাবে মেলে না। কিন্তু তার পর থেকে পদাবলী-রচনায় একটুও ভাটার টান দেখা যায় নি আধুনিককালের সীমানা পর্যন্ত। তবে আধুনিককালের রুচি বাংলা কাব্যে প্রকট হবার আগেই পদাবলীর দিন ফুরিয়ে এসেছিল। তবুও সে রচনারীতি নিঃশেষে চুকে যায় নি। উনিশ শতকের সত্তরের ঘরে কিশোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাব-ভাষা-রীতি নিয়ে কিছু গান লিখেছিলেন। 'ভানুসিংহ' নামক এক কল্পিত পদকর্তার রচনা বলে কৌতুকচ্ছলে এগুলি তিনি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। সেই থেকে এগুলি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে চলে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পদাবলীতে স্থর লাগিয়েছিলেন। সেই স্থরের আসনে ভর করেই এই গানগুলি, কৃত্রিমতা অপূর্ণতা ত্রুটি সত্ত্বেও, কালজয়ী হয়েছে।

জয়দেব বলেছেন যে তিনি আহার-ঔষধ দু'কাজ লক্ষ্য করেই গীতগোবিন্দ লিখেছিলেন। তাঁর সময়ে বোধহয় আহারের প্রয়োজনই বেশি ছিল। কিন্তু তাঁর পরে ঔষধ রূপে গীতগোবিন্দের চাহিদা বেড়েই চলেছিল। তবে আহারের দিকটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েনি চৈতন্যের আবির্ভাব ও প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, গীতগোবিন্দ লক্ষ্মণসেনের সভায় অভিনীত হত। সে কথা সত্য না হতে পারে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে গীতগোবিন্দের অনুসরণে মিথিলায় ও বাংলায় যে পদাবলী রচিত হল চৌদ্দ-পনেরো শতকে তা রাজসভারই ছায়ামণ্ডপে। মিথিলায় উমাপতি ও বিদ্যাপতি রাজসভার কবি। ত্রিপুরার "রাজপণ্ডিত", যশোরাজ-খান ও "বিদ্যাপতি"-কবিশেখর—এঁরাও তাই। রাজসভায় কৃষ্ণের গান বহুকালের রীতি।

বাংলায় বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষা দু'রকম। একটি খাঁটি বাংলা, দ্বিতীয়টি একটি মিশ্র ভাষা যার ঠাট মিথিলার প্রাচীন কবিদের রচনার মতো। এটিকে নাম দেওয়া হয়েছে ব্রজবুলি। ব্রজবুলির ভিত্তি অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠের ভূমিগর্ভে, সৌধ প্রাচীন মৈথিলীর পাথরে এবং চিত্রণ মধ্যকালীন বাঙ্গলার রঙে।

মনে হয় অবহট্‌ঠে লেখা প্রাচীন পদাবলীর অনুকরণেই জয়দেব তাঁর গানগুলি সংস্কৃতে লিখেছিলেন, এবং তাঁর গীতগোবিন্দের গানগুলি শুধু মিথিলায়, বাংলায়, এবং আসামে নয়, ভারতবর্ষের অন্যত্র—গুজরাটে, পঞ্জাবে ও রাজস্থানে বৈষ্ণব তথা আধ্যাত্মিক পদাবলীর পথ খুলে দিয়েছিল। পরবর্তী কালে বাংলা দেশে এবং অন্যত্র জয়দেবের ধরনে সংস্কৃতে পদাবলী কিছু কিছু লেখা হয়েছিল। বাংলা দেশে রূপগোস্বামীর গীতাবলী এ ধরনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনো কোনো লেখক বৈচিত্র্যের খাতিরে বাংলা এবং সংস্কৃত (প্রায়ই ভাঙা সংস্কৃত) মিশিয়ে পদাবলী রচনা করেছিলেন।

বৈষ্ণব-পদাবলী গোড়া থেকেই গান, কিন্তু এর গঠন সাধারণ গানের মতো আকারে ছোট ও বন্ধে শিথিল নয়, নাতিসংক্ষিপ্ত ও নিটোল। ভাব সংহত ও প্রগাঢ় অথচ স্বসম্পূর্ণ, সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার মতো। (সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার সঙ্গে পদাবলীর বেশ যোগ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী কবি-পণ্ডিতেরা গাথাসপ্তশতী পড়তেন, প্রাকৃতপৈঙ্গল তো পড়তেনই।) ছন্দ সুষম। সাধারণত দ্বিতীয় পদ ধুয়া, এবং প্রায়ই এই পদের প্রথম ছত্র ন্যূনাক্ষর। কবির স্বাক্ষর থাকে শেষ পদে। বাংলায় এই কবি-স্বাক্ষরকে বলে "ভণিতা"। কথাটি সৃষ্ট হয়েছে জয়দেবের গানে "ভণতি" বা "ভণয়তি" থেকে। সর্বত্রই যে কবি নাম-সই করেছেন তা নয়। কেউ কেউ গুরুর নাম দিয়েছেন দৈন্যপ্রকাশের অথবা ভক্তিনিবেদনের উদ্দেশ্যে। রূপগোস্বামী তাঁর পদাবলীতে সর্বদা অগ্রজ ও গুরু সনাতনগোস্বামীর নাম নিয়েছেন। ভণিতাহীন পদাবলীও অজ্ঞাত নয়। এমন পদাবলীর অধিকাংশ আমাদের কাছে খণ্ডিত বলে মনে হয়। বস্তুত তা নয়, এই পদগুলি অধিকাংশই এইভাবে লেখা হয়েছিল। এমন দু'ছত্রের বা চার ছত্রের পদকে বলত "ধুয়া পদ"। বিদ্যাপতি বহু ধুয়াপদ লিখেছিলেন। তাঁর কয়েকটি ধুয়া পদকে গোবিন্দদাস কবিরাজ বাড়িয়ে নিয়ে যুক্ত ভণিতা দিয়েছিলেন। পদাবলী-গায়কেরা প্রয়োজন-মতো ভণিতা বর্জন করেও গাইতেন। এই কারণে এঁদের পুঁথিতে অনেক পদ ভণিতাহীন আকারে মিলেছে। বৈষ্ণব-পদাবলী গান, তাই সর্বদা সুরের নির্দেশ আছে এবং কখনো কখনো তালেরও। জয়দেবের সময়েই যে বাংলা পদাবলীর রূপ সুনির্দিষ্ট হয়েছিল তার প্রমাণ পাই চর্যাগীতি নামক অধ্যাত্ম গানগুলিতে। তবে কৃষ্ণলীলার কোনো ইঙ্গিত চর্যাগীতিতে পাওয়া যায় নি। সুতরাং বৈষ্ণব-পদাবলীর আদি কবির সম্মান জয়দেবেরই প্রাপ্য।

জনগোষ্ঠীতে কৃষ্ণের কংসবধের মতো বীরলীলার শ্রব্য ও দৃশ্যরূপের প্রয়োগ অনেক দিনের। মহাভাষ্যে পতঞ্জলির উল্লেখ অনুসারে জানা যায় যে ছউনাচের মতো অভিনয়ে এবং/অথবা কথকতার মতো বাচনে, কৃষ্ণের কংসবধ বিষ্ণুর বলি-ছলনের মতোই জনপ্রিয় ছিল। কৃষ্ণের শিশুশৌর্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় গোবর্ধন-ধারণে। মূর্তিশিল্পে এই কাহিনীর জনপ্রিয়তার পরিচয় গুপ্তযুগের আগে থেকে মিলছে। তারপরে পুতনাবধের মতো অদ্ভুত কাহিনীও শিল্পে দেখা দিয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রধানতম বিষয় যে কৃষ্ণের ব্রজপ্রেমলীলা তার ইঙ্গিত অথবা প্রকাশ সাহিত্যে ও শিল্পে ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর আগে পাই না, যদিও এ কাহিনী যে অনেক আগে থেকেই লোকসাহিত্যে অজ্ঞাত ছিল না তার প্রমাণ আছে। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে বর্ণিত কৃষ্ণের ব্রজপ্রেমলীলা লোকসাহিত্য থেকেই নেওয়া। বিষ্ণুর রাখালগিরির ইঙ্গিত ঋগ্‌বেদে আছে। তাঁর প্রিয়ার উল্লেখও আছে সেখানে। তবুও স্বীকার করতে হবে যে গোপী-কৃষ্ণ লীলার বা রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের কোনো স্বীকৃতি পুরানো (অর্থাৎ গুপ্তযুগের আগেকার) সাহিত্যে নেই। লৌকিক ব্যবহারে, গানে ও ছড়ায়, উদ্দাম প্রেমের বিষয় রূপে রাধা-কৃষ্ণ নাম দুটি সাধারণ নায়কনায়িকার প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছিল। ('রাধা' নামটির সাধারণ অর্থ ছিল প্রেয়সী। আর কৃষ্ণ নাম নিলে অননুমোদিত প্রেমের অবৈধতা কেটে যায়।) কালিদাস নিশ্চয়ই ব্রজপ্রেমলীলার লৌকিক ঐতিহ্য অবগত ছিলেন, নইলে রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে এমন ভাবে বৃন্দাবনের ও গোবর্ধনের নাম করতেন না। তাঁর মেঘদূতে বর্হাপীড় কিশোর বিষ্ণুর উল্লেখ আছে।

রতিবিলাসকলা-স্তর থেকে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নয়ন ধীরে ধীরে ঘটেছে। সে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল চৈতন্যের প্রকাশে। শুধু যে সম্পূর্ণ হল তাই নয়, রাধার মহিমা কৃষ্ণের মহিমাকেও ছাপিয়ে গেল। চৈতন্যকে পেয়ে, তাঁর শেষ আঠারো বছরের কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ—"ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ"—দেখে শুনে তবেই ভাবুক কবি বুঝতে পারলেন রাধার বিরহ কি বস্তু। তখন বৈষ্ণব-পদাবলীতে রাধা সেই প্রধান স্থান অধিকার করলেন আগে যেখানে ছিল অনির্দিষ্ট কোনো নায়িকা বা গোপী অথবা নামমাত্রিকা রাধা কিংবা তৎস্থানবর্তী কবি-সাধকের হৃদয়।

চৈতন্যের প্রকাশের আগে কৃষ্ণ-উপাসনা প্রচলিত হয়েছিল প্রধানত বাল-গোপালের ভাবনার পথে। চৈতন্যের পরমগুরু মাধবেন্দ্র-পুরী বালগোপালের উপাসক ছিলেন, যদিও উপাস্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মধুর ভাবের। মাধবেন্দ্র

ব্রজমণ্ডলে (গোবর্ধনে) সর্বপ্রথম বালগোপালের পূজা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিগ্রহ এখন রাজপুতনায় নাথদ্বারায় পূজিত। মাধবেন্দ্র-পুরীর প্রধান শিষ্য ঈশ্বর-পুরী চৈতন্যকে গয়ায় (সম্ভবত বরাবরে) দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। এই থেকে চৈতন্যের অধ্যাত্মজীবনযাত্রারম্ভ।

বালগোপালের উপাসনার চলন থাকলেও বৈষ্ণব-পদাবলীতে গোড়ায় বাৎসল্য-রসের সঞ্চার ঘটে নি। তার কারণ বালগোপাল-মূর্তিকে উপাসকেরা পূজা করতেন ভক্তের দৃষ্টিতে এবং মনন করতেন প্রাণপ্রিয়-ভাবনায়। মাধবেন্দ্র-পুরী যে শ্লোকটি বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেই শ্লোকের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সেই রহস্যবীজ নিহিত যে বীজ চৈতন্যের ধর্মরূপে মহাবৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। শ্লোকটিতে যেন মাথুর-বিরহপীড়িতা রাধার মর্মবেদনা পুঞ্জীভূত।

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কি করোম্যহম্॥

'ওগো দীনদয়াল প্রভু, ওগো মথুরার রাজা, কবে দেখা দেবে? তোমায় না দেখে কাতর হৃদয় যে টলোমলো। কি করি আমি!'

বৈষ্ণব-পদাবলীতে বাৎসল্য রসের প্রথম যোগান এল ষোল শতকের বিশ-তিরিশের ঘরে যখন চৈতন্যের সাক্ষাৎ অনুচর দু'-একজন কবি মহাপ্রভুর শিশু-জীবনের ছবি আঁকলেন। সখ্যরসের পদাবলী বাৎসল্য-পদাবলীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে। তবে তাতে হৃদয়ের উত্তাপ নেই। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলায় গোড়া থেকেই ছিল অভিসার আর বিরহের সুর। পুরানো (অবহট্ঠ) প্রকীর্ণ শ্লোকে কৃষ্ণ ও রাধার গাঢ় অনুরাগের এবং তাঁদের গোপন-মিলনের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। রাধা-বিরহ গানের উল্লেখ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর অনেক রচনায় আছে। নারদের সহযোগিতায় শিব রাধাবিরহ গাইছেন আর বিষ্ণুসমেত দেবসভা শুনছেন—একথা কোনো কোনো অর্বাচীন পুরাণে আছে। রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীতি সম্পূর্ণভাবে সাধারণ নরনারীর প্রণয়গীতির উর্ধ্বে উঠে গেল চৈতন্যের. আবির্ভাবে। জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবির পদাবলী-গান শুনতে চৈতন্য অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সেই জন্য তাঁর ভক্তেরা পদাবলীকে অনেকটা তাঁর রুচিতে অনুভব করতে পেরেছিলেন। চৈতন্যের প্রিয়

(ঈশ্বর) বিরহব্যাকুলতা তাঁদের কাছে রাধাবিরহকে জীবন্ত, জলন্ত করে তুলেছিল। এঁদের কেউ কেউ পদাবলী রচনা করেছিলেন, এবং তাঁদের সে রচনা প্রাণের স্পর্শে উষ্ণ। যাঁরা চৈতন্যের সহচর ছিলেন না অথচ তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন নি এমন কোনো কোনো কবিও জলন্ত বিশ্বাসের ও গাঢ় অনুভবের উদ্দীপনা পেয়েছিলেন। অপর কবিদের উদ্দীপনা এসেছিল চৈতন্যজীবনী থেকে।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমসম্পর্ক সমাজবিধি-বিগর্হিত। এইজন্য জনসমাজে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর সমাদরে খানিকটা বিপদের সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল। এই বিপদ এড়াবার জন্য এবং কথ্যভাষাশ্রিত লৌকিক কাহিনীকে সর্বভারতীয় জনসমাজের অধ্যাত্মসাধনায় গ্রহণীয় করবার জন্য অগ্রণী হয়ে রূপগোস্বামী—যিনি গার্হস্থ্য জীবনে সুলতান হোসেন শাহার দবীর-খাশ ছিলেন এবং সংসার ত্যাগ করে চৈতন্যের আদেশে ব্রজবাসী হয়েছিলেন—সংস্কৃত শাস্ত্রের মঞ্জুষার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীকে তত্ত্ববস্তু রূপে ভরে দিলেন। এ গোস্বামী-শাস্ত্র হল একাধারে আলঙ্কারিকের রসব্যাকরণ এবং ভক্তিপথিকের হরিলীলাস্মৃতি। এতে রূপগোস্বামী ও তাঁর ব্রজবাসী সহযোগীদের দ্বারা গৌড়ীয় ধর্ম ভারতের সর্বজনগ্রাহ্য রূপ নিলে বটে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তার ফল খুব ভালো হল না। বৈষ্ণব কবিরা প্রায় সকলেই রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি অনুসারে লীলা বর্ণনা করতে লাগলেন। (যাঁরা করলেন না তাঁদের রচনা উপরের সমাজের গ্রাহ্য হল না। তাই তাঁদের রচনা ক্রমশ গ্রাম্যত্বের গর্তে নেমে গেল।) তাতে পদাবলীতে আগে যেটুকু স্বাধীন স্ফূর্তির অবকাশ ছিল তা বিনষ্ট হল। গতানুগতিকতারই প্রশ্রয় চলল। এইভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে পদাবলীর দ্রুত অবক্রমণ শুরু হল। কিন্তু ইতিমধ্যে কীর্তন-গান সাধনার সোপানমার্গে পরিণত হয়েছে সুতরাং পদবলীরচনায় উৎসাহের অভাব ঘটল না। প্রার্থনা-পদাবলীতে রচয়িতার নিজস্বতা দেখাবার যৎকিঞ্চিৎ অবকাশ রয়ে গেল। নূতনত্ব দেখাবার প্রয়াস হল ছন্দ-চাতুর্যে আর শব্দবিন্যাসে। ষোল শতকের শেষদিকে নরোত্তম দাসের চেষ্টায় পদাবলী-কীর্তনের পরিচিত বৈঠকি রূপটির প্রতিষ্ঠা হল। মৃদঙ্গের তালে বোলে আর সুরের কারচুপিতে কীর্তন-গান অপূর্ব রসধারা বইয়ে দিল। এই ধারাই ঘুরে ফিরে বৈষ্ণব-পদাবলীকে সুদীর্ঘকাল ধরে সঞ্জীবিত রেখেছে।

বৈষ্ণব-পদাবলীর বিষয় তিনটি—কৃষ্ণলীলা, প্রার্থনা আর চৈতন্যলীলা।

বৈষ্ণব গোস্বামীরা চৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাই চৈতন্যের আচরণে কৃষ্ণের ও রাধার বিবিধ বিচেষ্টিত দেখিয়ে বৈষ্ণব কবিরা পদ রচনা করেছিলেন। পদাবলী-কীর্তনে কৃষ্ণলীলা-কাহিনী—শিশুক্রীড়া, গোচারণ, অনুরাগ, অভিসার, জলকেলি, রাস, কুঞ্জমিলন, মান, বিরহ ইত্যাদি —ঘটনা ও রস অনুসারে পালা-বদ্ধ হয়ে গীত হত। প্রত্যেক পালায় গান আরম্ভ করবার আগে সেই বিষয়-অনুযায়ী একটি চৈতন্যবন্দনা (ও নিত্যানন্দ-বন্দনা) গান গাইতে হত। এই আবাহন গানের নাম গৌরচন্দ্রিকা। (গৃহবাসকালে চৈতন্যের এক নাম ছিল গোর, গৌরাঙ্গ বা গৌরচন্দ্র।) পুরানো বৈষ্ণব-পদাবলী-সংকলন গ্রন্থে প্রত্যেক বিষয় ও রস পর্যায়ের পদাবলীর প্রারম্ভে একটি বা দুটি করে গৌরচন্দ্রিকা আছে।

বৈষ্ণব-পদাবলীর বৃহত্তম সংগ্রহ পদকল্পতরুতে পদসংখ্যা তিন হাজারের কিছু বেশি। অপর সংগ্রহে আছে অথচ পদকল্পতরুতে নেই এমন পদের সংখ্যা দু' হাজারের উপর। অপ্রকাশিত পুঁথিতে যে সব নতুন পদ আছে সেগুলির সংখ্যাও দু' তিন হাজারের কম হবে না। একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে কত যে পদ তার সংখ্যা নেই। এর থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে বৈষ্ণব-পদাবলীর অনুশীলন কত দিন ধরে এবং কত অনুরাগ ভরে চলেছিল।

এই ব্যাপক পদাবলী-অনুশীলন থেকে আরো কিছু প্রতিপন্ন হয়—প্রথমত বাঙালীর বৈষ্ণব-ভাবাশ্রয়, দ্বিতীয়ত কীর্তন-গীতানুরক্তি, তৃতীয়ত একরমের সাহিত্যপ্রীতি। সেকালের ভাবুক হৃদয় বৈষ্ণব-পদাবলীর মধ্যে গীতিকবিতার রস পেয়েছিল। সত্য বটে বৈষ্ণব-পদাবলীর মধ্যে তত্ত্বকথা উপেক্ষণীয় নয়। তবে বৈষ্ণব-পদাবলীতে লৌকিক প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে জীব-ঈশ্বরের নিগূঢ় নিত্যসম্বন্ধ রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এ রূপকের জড় পৌঁছয় উপনিষদে যেখানে ব্রহ্মানন্দের আভাস দেওয়া হয়েছে এই বলে,

যথা স্ত্রিয়াসক্তো পুরুষো ন বাহ্যং ন চান্তরং কিঞ্চন বেদ।

উপনিষদের এই ইঙ্গিত বৈষ্ণব কবি-দার্শনিক স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে নিখিল জীবের কাম-চেষ্টার মধ্যে আনন্দচিন্ময়রসময় আদিপুরুষ গোবিন্দেরই নিত্য প্রতিস্ফুরণ।

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।

লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

এই কথাটি মনে রাখলে বৈষ্ণব-পদাবলীর মর্মগ্রহণ সহজ হবে।

কিন্তু আজ আমাদের কাছে বৈষ্ণব-পদাবলীর আবেদন তত্ত্বকথা বলে ততটা নয় যতটা সাধারণ সাহিত্যরসবাহী গীতিকবিতা বলে। লোকে যদি কীর্তন-গানকে শুধু তত্ত্বকথার মধুর বাচন বলেই নিয়ে আসত তাহলে কি তা এতগুলি শতাব্দী পেরিয়ে অক্ষুণ্ণ সাহিত্যসৌরভ নিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছতে পারত। পদাবলীর মধ্যে ভক্তসাধক কবি তাঁদের উত্তপ্ত হৃদয়াবেগ অবোধপূর্বভাবে সঞ্চালিত করতে পেরেছিলেন এবং কথঞ্চিৎ তা সাধারণ শ্রোতার হৃদয়ও স্পর্শ করতে পেরেছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক আশ্চর্য সাধনা ও অদ্ভুত সিদ্ধি। এখানে বৈষ্ণব-পদাবলীর সর্বশেষ পথিক রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করি।

এ গীত উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে।
দাঁড়ায়ে বাহির-দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান—দূর হতে তাই শুনে
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি উঠে—শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা…

শ্রীসুকুমার সেন

নবকলেবরের কৈফিয়ৎ

বৈষ্ণব-পদাবলীর এই দ্বিতীয় সংস্করণ সুদীর্ঘ কাল পরে প্রস্তুত হল। এতে গানের সংখ্যা বেড়েছে। আগে ছিল ১০৮ এখন হল ১৪৩। আরো বাড়াতে পারা যেত কিন্তু তাতে সাধারণ পাঠক একঘেয়েমিতে অভিভূত হতেন। বৈষ্ণব গীতি-কবিতার কোনো উজ্জ্বল রূপ বা প্রকাশ এই সংকলনে বাদ পড়েছে বলে মনে হয় না। তবে ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

একটু ভুল হল। বৈষ্ণব কবিতার "সাধারণ পাঠক" বলতে এখনকার দিনে কেউ নেই। নিতান্ত দু' চারজন যাঁরা খোলা চোখে ও সাদা মনে কবিতা পড়েন তাঁরা ছাড়া বৈষ্ণব-পদাবলীর সাধারণ পাঠক নেই। তবে অ-সাধারণ পাঠক আছেন, তাঁরা সংখ্যায় বেশি, এবং তাদের জন্যেই এমন বই দু' চারখানি বিক্রি হয়। এঁরা দু'দলের। সংখ্যায় লঘু যে-দল তাঁরা হলেন বৈষ্ণব ভক্ত এবং কীর্তন-গান প্রিয়। সংখ্যায় গুরু যে-দল তাঁরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী। এই দু' দলের রুচি ভিন্নপ্রকৃতির। প্রথম দলের রুচি ভক্তি ও সাধন মার্গের রাগে রঞ্জিত। দ্বিতীয় দলের রুচি বলতে যদি কিছু থাকে তা তাঁদের ক্লাসনোটে। তবুও এঁরা কেউ কেউ "বাজে" বই হাতড়ান—যদি কিছু নতুন কথা পাওয়া যায় এই লোভে। দু' দলেরই প্রয়োজন মেটাতে প্রচুর বই আছে ও হচ্ছে। কিন্তু আমার এই বই তাঁদের জন্য নয়।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে জয়দেবের গান না দেওয়া আমার অন্যায় হয়েছিল। সে ত্রুটি এবারে সেরে নিয়েছি।

'পদ' ও 'পদাবলী' শব্দ নিয়ে কিছু বলবার আছে। এখনকার দিনে 'পদ' মানে একটি সম্পূর্ণ বৈষ্ণব-কবিতা বা গান আর 'পদাবলী' মানে বৈষ্ণব-কবিতা বা গান সমূহ। সংস্কৃতে গোড়া থেকেই 'পদ' শব্দটির এক অর্থ ছিল পদ্যের ছত্র। তখন পদ্য সাধারণত দু' ছত্রের শ্লোক হত, আর পদ মানে ছিল পা (অর্থাৎ মানুষের দু' পা)। সেই দৃষ্টে এই অর্থ এসেছিল। পুরানো বৈষ্ণব-সাহিত্যেও তাই 'পদ' বলতে দু' ছত্রের গান বা গানের দুটি ছত্র বোঝাত। যেমন চৈতন্যচরিতামৃতে "তথাহি পদং"। পরে পুঁথিতে অনেক সময় "তথাহি পদং" বলে সম্পূর্ণ গানটিই তুলে দেওয়া হত। সেই সূত্রে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে পদ শব্দটিই দুটি অর্থে চলিত হয়েছে, বৈষ্ণব-গানের দু'ছত্র অথবা সম্পূর্ণ একটি বৈষ্ণব-গান।

'পদাবলী' শব্দটি দেখতে সংস্কৃতের মতো হলেও আসলে তা নয়, সংস্কৃত সম্ভাব্য পদাবরিক শব্দের (অর্থ পদাভরণ, পদাবরণ নূপুর ; শব্দটির আধুনিক রূপ হল 'পায়েল') প্রাকৃত রূপান্তর ('পআঅরিঅ') থেকে সংস্কৃতায়িত রূপ। শব্দটির প্রয়োগ প্রথম মিলেছে জয়দেবের গীতগোবিন্দের বন্দনা-গানে। সেখানে শব্দটি আধুনিক 'পায়েল' (পাঁয়জোর) অর্থেই ব্যবহৃত।

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥

'যদি হরিকে স্মরণ করে মন ভক্তি-আর্দ্র করতে চাও, যদি নৃত্যগীতকলায় ঔৎসুক্য থাকে, তাহলে তখন শোনো মধুর কোমল কান্ত নূপুর-পরা জয়দেবের সরস্বতীকে (অর্থাৎ জয়দেবের বাণীর নাচ)।'

সংস্কৃত সাহিত্যে বাণীর নাচ প্রথিত—"বাণী নরীনৃত্যতে"। জয়দেব এখানে 'পদাবলী' শব্দে একটু দ্ব্যর্থ পূরে দিয়েছেন—পদ্য ও পায়েল দুইই বোঝাতে। জয়দেবের এই প্রয়োগ থেকেই "পদসমূহ" অর্থাৎ কবিতার ছত্র-সমাবেশ—একটি সম্পূর্ণ গীতিরচনা—এই অর্থ এসে গেল। (তুলনীয়, যদুনন্দনদাস—"অমৃত নিছিয়া পেলি সুমাধুর্য পদাবলী"।) যেহেতু সংস্কৃতে 'পদাবলী' শব্দ ছিল না সেই হেতু সে ভাষায় 'পদাবলী' কখনও 'পায়েল' অর্থ পায় নি। পদ যখন থেকে সম্পূর্ণ একটি রচনা বোঝাতে লাগল তখন থেকে 'পদাবলী' বহুপদ বোঝাতে থাকে।

একটি বিষয়ে পাঠকদের সাবধান করে দেওয়া উচিত মনে করি। সে আজ চল্লিশ বছরের বেশি হল আমি গোবিন্দদাস কবিরাজ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলুম। তাতে আমি নির্ধারণ করেছিলুম সমনামের দু' জন কবি-বন্ধুর মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজই ব্রজবুলি-রচনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই মত আমি দীর্ঘকাল ধরে পোষণ করে এসেছি। এখন বুঝেছি আমার সে ধারণা ঠিক নয়। গোবিন্দদাস চক্রবর্তীও ব্রজবুলি-রচনায় গোবিন্দদাস কবিরাজের তুলনায় সর্বদা হীন ছিলেন না। তার সাক্ষ্য রয়েছে এই সংকলনে উদ্ধৃত ১২৫ সংখ্যক গানে। সুতরাং আমি এই সংকলনে (এবং অন্যত্র) যে সব গান কবিরাজের বলে নির্দেশ করেছি তার কোনো-কোনোটি চক্রবর্তীর হওয়া অসম্ভব নয়।

আর এক কথা। এই সংকলনের সব কবিতা বৈষ্ণব-গ্রন্থ থেকে নেওয়া বটে কিন্তু সবই "বৈষ্ণব" গান নয়। অর্থাৎ কোনো কোনো গান—বিশেষ করে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে গৌড়-সুলতানের দরবারি কবিদের রচনা—ভক্তিভাব নিয়ে লেখা নয়, ব্রজলীলার নায়ক-নায়িকা স্মরণেও কল্পিত নয়। সেগুলি প্রেমের গান, হয়ত রাজনটীর উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজনে রচিত। বাংলায় পদাবলীর এক ধারা যে এইভাবে গৌড়-দরবারের কবিদের দ্বারা—যাঁরা অনেকেই বৈদ্য ছিলেন—আরম্ভ হয়েছিল তা মনে রাখতে হয়।

কবিতাগুলি এবারে যথাক্রমে সাজিয়ে দিয়েছি॥

শ্রীসুকুমার সেন

সূচী

বৈষ্ণব পদাবলী

১ হরি-বন্দনা ॥ জয়দেব ॥

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল
ধৃতকুণ্ডল
কলিতললিতবনমাল। জয় জয় দেব হরে ॥
দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন
ভবখণ্ডন
মুনিজনমানসহংস। জয় জয় দেব হরে ॥
কালিয়বিষধরগঞ্জন
জনরঞ্জন
যদুকুলনলিনদিনেশ। জয় জয় দেব হরে ॥
মধুমুরনরকবিনাশন
গরুড়াসন
সুরকুলকেলিনিদান। জয় জয় দেব হরে ॥
অমলকমলদললোচন
ভবমোচন
ত্রিভুবনভবননিদান। জয় জয় দেব হরে ॥
জনকসুতাকৃতভূষণ
জিতদূষণ
সমরশমিতদশকণ্ঠ। জয় জয় দেব হরে ॥
অভিনবজলধরসুন্দর
ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর। জয় জয় দেব হরে ॥
তব চরণে প্রণতা বয়-
মিতিভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু। জয় জয় দেব হরে ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদং
কুরুতে মুদং
মঙ্গলম্ উজ্জ্বলগীতি। জয় জয় দেব হরে ॥

২ অর্ধনারীশ্বর (শিবশক্তি) বন্দনা ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ।

হেমহিমগিরি তুই তনু ছিরি
আধনর আধনারী ।
আধ-উজর আধ-কাজর
তিনই লোচন-ধারী ॥
দেখ দেখ দুহুঁ মিলিত এক গাত ।
ভকত [-নন্দিত] ভুবন-বন্দিত
ভুবন-মাতরি-তাত ॥
আধ-ফণিময় আধ-মণিময়
হৃদয়ে উজর হার ।
আধ-বাঘাম্বর আধ-পট্টাম্বর
পিন্ধন (দুহুঁ) উজিয়ার ॥
না দেবী কামিনী [না] দেব কামুক
কেবল প্রেম প্রকাশ ।
গৌরী-শঙ্কর- চরণকিঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস ॥

৩ রাধা-বন্দনা ॥ মাধব আচার্য ॥

জয় নাগরবরমানসহংসী ।
অখিলরমণিহৃদিমদবিধ্বংসী ॥
জয় জয় জয় বৃষভানুকুমারী ।
মদনমোহনমনপঞ্জরশারী ॥
জয় যুবরাজহৃদয়বনহরিণী ।
শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জরকরিণী ॥
কুঞ্জভবনসিংহাসনরানী ।
রচয়তি মাধব কাতরবাণী ॥

৪ কৃষ্ণ-বন্দনা ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

নন্দনন্দন- চন্দ চন্দন-
গন্ধনিন্দিত-অঙ্গ।
জলদসুন্দর কম্বুকন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ ॥
প্রেম-আকুল গোপ গোকুল-
কুলজ-কামিনী-কন্ত।
কুসুমরঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল
কুঞ্জমন্দির সন্ত ॥
গণ্ডমণ্ডল বলিত-কুণ্ডল
উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।
কেলিতাণ্ডব তাল-পণ্ডিত
বাহু দণ্ডিতদণ্ড ॥
কঞ্জলোচন কলুষমোচন
শ্রবণরোচন ভাষ।
অমলকমল চরণকিশল-
নিলয় গোবিন্দদাস ॥

৫ গৌরাঙ্গ-বন্দনা ॥ নয়নানন্দ

গোরা মোর গুণের সাগর।
প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরন্তর ॥
গোরা মোর অকলঙ্ক শশী।
হরিনাম সুধা তায় ক্ষরে দিবানিশি ॥
গোরা মোর হিমাদ্রি-শিখর।
তাহা হৈতে প্রেম-গঙ্গা বহে নিরন্তর ॥
গোরা মোর প্রেম-কল্পতরু।
যার পদছায়ে জীব সুখে বাস করু ॥

গোরা মোর নব জলধর।
বরষি শীতল যাহে করে নারীনর॥
গোরা মোর আনন্দের খনি।
নয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি॥

৬ শিশুচাপল্য ॥ শ্যামদাস ॥

নন্দদুলাল মোর আঙ্গিনাএ খেলাএ রে।
নাচি নাচি চলি যায় বাজন-নূপুর পায়
আপনার অঙ্গছায়া ধরিবারে যায়॥
ঝলকএ অভরণ জিনিয়া দামিনী-ঘন
পীতবসন কটি ঘন উড়ে বায়।
হিয়ায় পদক দোলে ঝলকএ কলেবরে
চান্দ যেন ঢরঢর বহে যমুনায়॥
যশোদা পুলকভরে গদগদ বাণী বলে
নব নব বৎস-পুচ্ছ ধরি ধরি ধায়।
সমান বালক সঙ্গে আঙ্গিনা খেলায় রঙ্গে
শ্যামদাস কহে চিত ধরণে না যায়॥

৭ গৌরাঙ্গ-শৈশব ॥ বাসুদেব ঘোষ ॥

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল-চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে॥
বাসুদেব-ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশু-রূপ দেখি হয় জগমন লোভা॥

৮ **শিশু-অভিমান** ॥ বংশীবদন ॥

আগে ধায় যাদুমণি পাছে রানী ধায়।
না শুনে মায়ের বোলে ফিরিয়া না চায়॥
যাদু মোর আয় রে আয়।
বাহু পসারিয়া ডাকে তোর মায়॥ ধ্রু ॥
নাহি মারি নাহি ধরি নাহি বলি দূর।
সবে মাত্র বলিয়াছি রাখ গিয়া বাছুর॥
তরুণ নয়ানের জল পড়িতেছে উরে।
না জানি কেমন বিধি লাগিল আমারে॥
বংশীবদন বলে শুন দয়াময়।
কে তোমা মারিতে পারে কারে তোমার ভয়।

৯ **শিশু-বিলসিত** ॥ নরসিংহদাস ॥

মরি বাছা ছাড় রে বসন।
কলসী উলায়্যা তোমারে লইব এখন॥ ধ্রু ॥
মরি তোমার বালাই লয়্যা আগে আগে চল ধায়্যা
(ঘাঘর) নূপুর কেমন বাজে শুনি।
রাঙ্গা লাঠি দিব হাথে খেলাইও শ্রীদামের সাথে
ঘরে গেলে দিব ক্ষীর ননী॥
মুঞি রহিলুঁ তোমা লয়্যা গৃহকর্ম গেল বয়্যা
মোরে ছাড়ে কেমন উপায়।
কলসী লাগিল কাঁখে ছাড় রে অভাগী মাকে
হের দেখ ধবলী পিয়ায়॥
মায়ের করুণাভাষ শুনিয়া ছাড়িল বাস
আগে আগে চলে ব্রজরায়।
কিঙ্কিণী-কাছনি-ধ্বনি অতি সুমধুর শুনি
রানী বলে সোনার বাছা যায়॥

ভুবন মোহিয়া উরে আঙ্গুলের নখ ররে
সোনায় বান্ধিয়া খোপা তায়।
ধাইয়া যাইতে পিঠে অধিক আনন্দ উঠে
নরসিংহদাসে গুণ গায়॥

১০ **শিশু-দৌরাত্ম্য** ॥ যদুনাথ ॥

হেদে গো রামের মা ননীচোরা গেল কোন পথে।
মন্দ মন্দ বলু মোরে লাগালি পাইলে তারে
সাজাই করিব ভালমতে॥ ধ্রু ॥
শূন্য ঘরখানি পায়্যা সকল নবনী খায়্যা
দ্বারে মুছিয়াছে হাতখানি।
অঙ্গুলির চিনাগুলি বেকত হইবে বলি
ঢালিয়া দিয়াছে তাহে পানী॥
ক্ষীর ননী ছেনা চাঁছি উভ করি শিকাগাছি
যতনে তুলিয়া রাখি তাতে।
আনিয়া মথনদণ্ড ভাঙ্গিয়া ননীর ভাণ্ড
নামতে থাকিয়া মুখ পাতে॥
ক্ষীর সর যত হয় কিছুই নাহিক রয়
কি ঘরকরণে বসি মোরা।
যে মোরে দিলেক তাপ সে মোর হয়্যাছে পাপ
পরাণে মারিব ননীচোরা॥
যশোদার মুখ হেরি রোহিণী দেখায় ঠারি
যে ঘরে আছয়ে যাদুমণি।
যদুনাথ কয় দৃঢ় এবার কানুরে এড়
আর কভু না খাইবে ননী॥

১১ **শিশু-অভিমান** ॥ বলরামদাস ॥

দাঁড়ায়্যা নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোর ঘরে অপযশ দেয় মোরে
মা হইয়া বলে ননীচোরা ॥
ধরিয়া যুগল করে বান্ধয়ে ছাঁদন-ডোরে
বাঁধে রানী নবনী লাগিয়া।
আহিরী রমণী হাসে দাঁড়াইয়া চারি পাশে
হয় নয় চাহ শুধাইয়া ॥
আনের ছাওয়াল যত তারা ননী খায় কত
মা হইয়া কেবা বান্ধে কারে।
যে বোল সে বোল মোরে না থাকিব তোর ঘরে
এত দুখ সহিতে না পারে ॥
বলাই খায়্যাছে ননী মিছা চোর বলে রানী
ভাল মন্দ না করে বিচার।
পরের ছাওয়াল পায়্যা মারেন আসিয়া ধায়্যা
শিশু বলি দয়া নাহি তার ॥
অঙ্গদ বলয় তাড় আর যত অলঙ্কার
আর মণি-মুকুতার হার।
সকল খসায়্যা লহ আমারে বিদায় দেহ
এ দুখে যমুনা হব পার ॥
বলরামদাসে কয় এই কর্ম ভাল নয়
ধাইয়া গোপাল কোলে কর।
যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মোছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোর ॥

১২ **পূর্ব-গোষ্ঠ** ॥ বিপ্রদাস ঘোষ ॥

আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর ॥
অলকা-তিলকা ভালে বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাথে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
সভাই দাঁড়াইয়া আছে পথে ॥
বিশাল অর্জুন জান কিঙ্কিণী অংশুমান
সাজিয়া সভাই গোঠে যায়।
গোপালের বাণী শুনি সজল নয়নে রানী
অচেতনে ধরণী লোটায় ॥
চঞ্চল বাছুরি সনে কেমনে ধাইবে বনে
কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়।
ঘোষ-বিপ্রদাসে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ॥

১৩ **যশোদা-বাৎসল্য** ॥ যাদবেন্দ্র ॥

আমার শপতি লাগে না ধাইয় ধেনু আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইহ পথ পানে চাহি যাইহ
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কানু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইহ কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥

থাকিবে তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইহ বাধা-পানই সাথে থুইহ
বুঝিয়া যোগাইবে রাঙ্গা পায়॥

১৪ **উদ্বেগব্যাকুল যশোদা** ॥ বাসুদেব দাস ॥

দণ্ডে শতবার খায় যাহা দেখে তাহা চায়
ছানা দধি এ ক্ষীর নবনী।
রাখিহ আপন কাছে ভোকছানি লাগে পাছে
আমার সোনার যাদুমণি॥
শুন বাপু হলধর এক নিবেদন মোর
এই গোপাল মায়ের পরাণ।
যাইতে তোমার সনে সাধ করিয়াছে মনে
আপনি হইয় সাবধান॥
দামালিয়া যাদু মোর না মানে আপন-পর
ভালমন্দ নাহিক গেয়ান।
দারুণ কংসের চর তারা ফিরে নিরন্তর
আপনি হইয় সাবধান॥
বাম করে হলধর দক্ষিণ করে গিরিধর
শুন বলাই নিবেদন-বাণী।
বাসুদেবদাস বলে তিতিল নয়নজলে
মুরছিয়া পড়িল ধরণী॥

১৫ **পূর্ব-গোষ্ঠ** ॥ বলরামদাস ॥

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো-সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥

সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর-আগে রাঙ্গা পায়ে জনি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন ॥
নিকটে গোধন রাখ্য মা বল্যা শিঙ্গায় ডাক্য
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈল গোপজাতি গোধন-পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব ॥
বলরামদাসের বাণী শুন ওগো নন্দ-রানী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লইয়া দিব মোরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিল নিশ্চয় ॥

১৬ **উত্তর-গোষ্ঠ** ॥ বলরামদাস ॥

চান্দমুখে দিয়া বেণু নাম লৈয়া সব ধেনু
ডাকিতে লাগিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥
অনুসারে বেণুরব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজসুখে।
যে ধেনু যে বনে ছিল ফিরাইয়া একত্র কৈল
চালাইল গোকুলের মুখে ॥
শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন-বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘনশ্যাম ॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোখুর রেণু
পথে চলে করি কত রঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা দিয়া ঘন
বলরামদাস চলু সঙ্গে ॥

১৭ গোষ্ঠবিহার ॥ নসির মামুদ ॥

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাচনি কাছনি বেত্র বেণু
মুরলি খুরলি গান রি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তরণিতনয়াতীরে কেলি
ধবলী শাঙলী আও রি আও রি
ফুকরি চলত কান রি ॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি
বদন ইন্দু জলদকাঁতি
চারুচন্দ্রি গুঞ্জাহার
বদনে মদন-ভান রি।
আগম-নিগম-বেদসার
লীলায় করত গোঠবিহার
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ-দান রি ॥

১৮ গৌরাঙ্গ-নর্তন ॥ নরহরি চক্রবর্তী ॥

নাচত গৌর নিখিলনটপণ্ডিত
নিরুপম ভঙ্গি মদনমন হরই।
প্রচুরচণ্ডকর-দরপরিভঞ্জন-
অঙ্গকিরণে দিক-বিদিক উজরই ॥
উনমত-অতুল-সিংহ জিনি গরজন
শুনইতে বলী কলি-বারণ ডরই।
ঘন ঘন লম্ফ ললিতগতি চঞ্চল
চরণঘাতে ক্ষিতি টলমল করই ॥
কিন্নর-গরব খরব করু পরিকর
গায়ত উলসে অমিয়-রস ঝরই।

বায়ত বহুবিধ খোল খমক ধুনি
পরশত গগন কৌন ধৃতি ধরই ॥
অতুল-প্রতাপ কাঁপি দুরজনগণ
লেঅই শরণ চরণতলে পড়ই ।
নরহরি-পহুঁক কিরীতি রহু জগ ভরি
পরম-দুলহ ধন নিয়ত বিতরই ॥

১৯ প্রথম দর্শন ॥ লোচনদাস ॥

সজনি ও ধনি কে কহ বটে ।
গোরোচনা-গোরি নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিলু ঘাটে ॥
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা ।
অঙ্গের বসন করিয়া আসন
সে ধনী মাজিছে গা ॥
কিবা সে দু-গুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা ।
মাটিতে উদয় যেন সুধাময়
দেখিয়া হইলুঁ ভোলা ॥
সিনিঞা উঠিতে নিতম্ব-তটিতে
পড়্যাছে চিকুররাশি ।
কান্দিয়া আন্ধার কনক-চাঁদার
শরণ লইল আসি ॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরান সহিতে মোর ।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ-জরে ভোর ॥

দাস-লোচন কহয়ে বচন
শুন হে নাগর-চান্দা।
সে যে বৃকভানু- রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥

২০ **রূপাকৃষ্ট** ॥ বিদ্যাপতি ॥

যব গোধূলি-সময় বেলি
তব মন্দির-বাহির ভেলি।
নবজলধরে বিজুরী-রেহা দ্বন্দ্ব বাঢ়াইয়া গেলি॥
সে যে অল্প-বয়স বালা
জনু গাঁথনি পুহুপমালা।
থোরি দরশনে আশ না পূরল বাঢ়ল মদনজ্বালা॥
কিবা গোরী-কলেবর লোনা
জনু কাজরে উজর সোনা।
কেশরী জিনিয়া মাঝারি-খীন দুলহ লোচন-কোনা॥
চারু ঈষত হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন-কোণে।
চিরজীবী রহু পঞ্চ-গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভনে॥

২১ **রূপাকৃষ্টা** ॥ গোবিন্দদাস চক্রবর্তী ॥

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি
অবনি বহিয়া যায়।
ঈষত-হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে
মদন মুরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিলুঁ
ধৈরজ রহল দূরে।

নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেনে বা সদাই ঝুরে ॥ ধ্রু ॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন-কটাখে বিষম বিশিখে
পরান বিন্ধিতে চায় ॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ॥
কপালে চন্দন- ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
কি জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে ॥
এমন কঠিন নারীর পরান
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস-গোবিন্দ কয় ॥

২২ **নব-অনুরাগী** ॥ গোপালদাস ॥

থির বিজুরী বরণ গোরী
দেখিলু ঘাটের কূলে।
কানড় ছান্দে কবরী বান্ধে
নবমল্লিকার ফুলে ॥
সই স্বরূপ কহিল তোরে।
আড়-নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
বিকল করিল মোরে ॥

ফুলের গেড়ুয়া ধরয়ে লুফিয়া
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ যুগ-কুচে বসন ঘুচে
মুচকি মুচকি হাস॥
চরণযুগল মল্ল-তোড়ল
সুরঙ্গ জাবক রেখা
গোপালদাসে কয় পাবে পরিচয়
পালটি হইলে দেখা॥

২৩ **প্রথম দর্শন** ॥ রামানন্দ বসু ॥

হেদে গো পরান-সই মরম তোমারে কই
সাঁঝের বেলা গিয়াছিলাম জলে।
নন্দের নন্দন কানু করে লৈয়া মোহনবেণু
দাঁড়ায়্যা রয়্যাছে তরুতলে॥
না চাহিলাম তরুমূলে ভরমে নামিলাম জলে
ভরি জল কলসী হিলায়্যা।
শ্রবণে দংশিল বাঁশী অন্তরে রহিল পশি
মর্যাছিলাম মন মুরছিয়া॥
একই নগরে থাকি তারে কভু নাহি দেখি
সে কভু না দেখয়ে আমারে।
হাম কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
কোন সখী কহি দিল তারে॥
একই নগরে ঘর দেখাশুনা আট পহর
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি।
বসু-রামানন্দের বাণী শুন ওগো বিনোদিনী
গুপতে গুমরি মরি মরি॥

২৪ রূপমুগ্ধা ॥ 'দ্বিজ' ভীম ॥

কি রূপ দেখিলুঁ মধুরমূরতি
পিরীতিরসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক আর ॥
বড় বিনোদিয়া চূড়ার টালনি
কপালে চন্দনচাঁদ।
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর
ভুবনমোহন ফাঁদ ॥
নব জলধর রসে চরচর
বরণ চিকণকালা।
অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন
মণি-মুকুতার মালা ॥
জোড়া ভুরু যেন কামের কামান
কেনা কৈল নিরমাণ।
তরল নয়নে তেরছ চাহনি
বিষম কুসুমবাণ ॥
সুন্দর অধরে মধুর মুরলী
হাসিয়া কথাটি কয়।
দ্বিজ ভীমে কহে ও রূপ-নাগর
দেখিলে পরাণ রয় ॥

২৫ প্রথম প্রেম ॥ জ্ঞানদাস ॥

আলো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর কূলে।
চিত্ত হরি কালিয়া নাগর নিল ছলে ॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥

ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া ফুকরে পরান॥
চন্দনচাঁদের মাঝে মৃগমদ-ধাঁধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বাঁধা॥
কটি পীতবসন রশন তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোঁড়া॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর কলঙ্ক রহিল॥
কুলবতী সতী হৈয়া দু-কুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দড় করি বাঁধ বুক॥

২৬ দুরন্ত প্রেম॥ জগদানন্দ দাস॥

কেন গেলাম জল ভরিবারে।
নন্দের দুলাল-চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে॥ ধ্রু॥
দিয়া হাস্যসুধা-চার অঙ্গ-ছটা আটা তার
আঁখি-পাখি তাহাতে পড়িল।
মন-মৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য দেহ-পিঞ্জর রহিল॥
চিত্ত-শালে ধৈর্য-হাতী বান্ধা ছিল দিবারাতি
ক্ষিপ্ত হৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দন্তের শিকলি কাটি চারিদিকে গেল ছুটি
পলাইয়া গেল কোন দেশে॥
লজ্জা শীল হেমাগার গুরুগৌরব সিংহদ্বার
ধরম-কপাট ছিল তায়।
বংশীধ্বনি বজ্রপাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করিল আমায়॥-

কালিয়া-ত্রিভঙ্গ বাণে কুলভয় কোন স্থানে
ডুবিল উঠিল ব্রজবাস।
অবশেষে প্রাণ বাকি তাও পাছে যায় নাকি
ভাবয়ে জগদানন্দদাস॥

২৭ দুর্জ্জর প্রেম ॥ রামচন্দ্র ॥

কাহারে কহিব মনের কথা
কেবা যায় পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম-বেদন
সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন-আগে বসিতে না পাই
সদা ছলবলে আঁখি।
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
সখী সঙ্গে যদি জলেরে যাই
সে কথা কহিল নয়।
যমুনার জল মুকত কবরী
ইথে কি পরান রয়॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিল
কহিল সভার আগে।
রামচন্দ্র কহে শ্যাম নাগর
সদাই মরমে জাগে॥

২৮ রূপানুরাগ ॥ শ্রীনিবাস আচার্য ॥

বদনচান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো
কে না কুন্দিল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরান কেমন করে
সেই সে পরান তার সাখি॥

রতন কাড়িয়া অতি যতন করিয়া গো
কেন না গড়িয়া দিল কানে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ-পরান গো
যোগী হবে উহারি ধেয়ানে॥
অমিয়ামধুর বোল সুধা খানি খানি গো
হাতের উপরে লাগি পাও।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাও॥
মদন-ফান্দুয়া ওনা চূড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়া আইল কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিলুঁ গো
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা॥
নাসিকার আগে দোলে এ গজমুকুতা গো
সোনায় মুড়িত তার পাশে।
বিজুরী-জড়িত যেন চান্দের কণিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥
করিবর-কর জিনি বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুল-মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন-বনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশরস মাগে॥
নাটুয়া-ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায়
চলে যেন গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাসদাসে কয় লখিলে লখিল নয়
রূপসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা॥

২৯ **রূপাকৃষ্টা** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

সুরপতি-ধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে।
মালতী-ঝুরি কি বলাকিনী উড়ে॥

ভাল কি ঝাঁপল বিধু আধখণ্ড।
করিবর-ভুজ কিয়ে ও ভুজদণ্ড॥
ও কিয়ে শ্যাম নটরাজ।
জলদকলপতরু তরুণী-সমাজ॥ ধ্রু॥
করকিশলয় কিয়ে অরুণ-বিকাশ।
মুরলী খুরলি কিয়ে চাতক-ভাষ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।
হার কি তারকজ্যোতিক ছন্দ॥
পদতল কি থলকমল-ঘনরাগ।
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ।
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভূলল যাহে দ্বিজ রায়-বসন্ত॥

৩০ প্রেমমগ্ন॥ গোবিন্দদাস॥

সহচরী মেলি চলল বররঙ্গিনী
কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরীষ- কুসুম জিনি তনুরুচি
দিনকর কিরণে মৈলান॥
সজনী গো ধনী চীতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি
চঞ্চল নয়নক ওর॥
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর
উতপত বালুক-বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজে
তুহুঁ পাদুক করি নেল।
চীত নয়ন মঝু এ তুহুঁ চোরায়লি
শূন হৃদয় অব মান।
মনমথ পাপ দহনে তনু জারত
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

৩১ **বংশীহতা** ॥ যদুনন্দনদাস ॥

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিঞা পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া পেলি সুমাধুর্য-পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে ॥
সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোহে।
হাহা কুলরমণীর গ্রহণ করিতে ধীর
যাতে কোন দশা কৈল মোহে ॥ ধ্রু ॥
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন-মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলে তুমি বিমোহনে
রহ তুমি চিত্তে ধরি থেহ ॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে মিশাল করিঞা।
হিম নহে তভু তনু কাঁপাইছে হিমে জনু
প্রতি তনু শীতল করিঞা ॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায়ে আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়ে ওর ॥
এতেক কহিয়া ধনী উদ্বেগ বাড়িল জনি
নারে চিত্ত প্রবোধ করিতে।
কহে শুন আরে সখি তুমি মিথ্যা কৈলে দেখি
মুরলীর নহে হেন রীতে।
কোন সুনাগর এই মোহমন্ত্র পড়ে যেই
হরিতে আমার ধৈর্য যত।
দেখিয়া এ সব রীত চমক লাগিল চিত
দাস-যদুনন্দনের মত ॥

৩২ **বংশীব্যাকুলা** ॥ 'বড়ু' চণ্ডীদাস ॥

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই কূলে ।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন ।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইল রান্ধন ॥ ১ ॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সেনা কোন জনা ।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে ।
তার পাএ বড়ায়ি মো কৈলোঁ কোন দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী ।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িল পরানী ॥ ২ ॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন ।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী ।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্নু-আভিলাসে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

৩৩ **গাঢ়-অনুরাগিণী** ॥ 'রায়' বসন্ত ॥

সখি হে শুন বাঁশী কিংবা বোলে ।
আনন্দ-আধার কিয়ে সে নাগর
আইলা কদম্বতলে ॥
বাঁশরি-নিসান শুনিতে পরান
নিকাশ হইতে চায় ।
শিথিল সকল ভেল কলেবর
মন মুরুছই তায় ॥

নাম বেড়া-জাল খেয়াতি জগতে
সহজে বিষম বাঁশী।
কানু-উপদেশে কেবল কঠিন
কামিনী-মোহন ফাঁসি॥
কি দোষ কি গুণ একই না গণে
না বুঝে সময় কাজ।
রায়-বসন্তের পহু বিনোদিয়া
তাহে কি লোকের লাজ॥

৩৪ **বংশীসঙ্কট** ॥ পরমেশ্বরদাস ॥

আর কি শ্যামের বাঁশী কুলের ধরম থোবে।
নাম ধরি ডাকে বাঁশী বেকত হবে কবে।
নিষেধ না মানে বাঁশী সদা করে ধ্বনি।
বাহির-দুয়ারে কান পাতে ননদিনী॥
ননদী জঞ্জাল বড় অন্তর বিষাল।
আসিঞা ঘরের মাঝে পাতিবে জঞ্জাল॥
যে দেশের বাঁশিয়া বটে সে দেশে মানুষ নাই।
রাধারে বধিতে বাঁশী এনেছে কানাই।
শ্রীপরমেশ্বরদাস কহে শুন রসবতি।
বাঁশীর কোন দোষ নাই কালিয়ার যুগতি॥

৩৫ **অনুরাগ-নিপীড়িতা** ॥ কানাই খুটিয়া ॥

মন-চোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে।
আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে॥ ধ্রু॥
আমরা কুলের নারী হই গুরু-জনার মাঝে রই
না বাজিও খলের বদনে।
আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক
না বধিও অবলার প্রাণে॥

যেবা নিল কুলাচার সে গেল যমুনা-পার
কেবল তোমার এই ডাকে।
যে আছে নিলজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান
পথে যাইতে থাকে বা না থাকে॥
তরলে জনম তোর সরল হৃদয় মোর
ঠেকিয়াছ গোঙারের হাতে।
কানাই-খুটিয়া কয় মোর মনে হেন লয়
বাঁশী হৈল অবলা বধিতে॥

৩৬ বংশী-ভৎ সনা ॥ উদ্ধবদাস ॥

মুরলী রে মিনতি করিয়ে বারে বার।
শ্যামের অধরে রৈয়া রাধা রাধা নাম লৈয়া
তুমি যেনে না বাজিও আর॥ ধ্রু॥
খলের বদনে থাক নাম ধরি সদা ডাক
গুরুজনা করে অপযশ।
খল হয় যেই জনা সে কি ছাড়ে খলপনা
তুমি কেনে হও তার বশ॥
তোমার মধুর স্বরে রহিতে নারিলুঁ ঘরে
নিঝরে ঝরিছে দু-নয়ান।
পহিলে বাজিলা যবে কুলশীল গেল তবে
অবশেষে আছে মোর প্রাণ॥
যে বাজিলা সেই ভাল ইথেই সকলি গেল
তোরে আমি কহিলুঁ নিশ্চয়।
এ দাস-উদ্ধব ভনে যে বাঁশীর গান শুনে
সে জন তেজই কুলভয়॥

৩৭ মিলনোৎকণ্ঠিতা ॥ বলরামদাস ॥

কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চান্দ-বয়ান।
আঁখি তিরপিত হব জুড়াবে পরান ॥
(কাল) রাতি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া।
গুণ গুনি প্রাণ কান্দে না যায় খসিয়া ॥
উঠি-বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ রে নারীজাতি ॥
ধন জন যৌবন দোসর বন্ধুজন।
পিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন ॥
কেহো ত না বোলে রে আইল তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া ॥
কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
এত দিন নাইল বলে বলরামদাস ॥

৩৮ গোপন প্রেম ॥ নরোত্তমদাস ॥

কি খেনে হইল দেখা নয়নে নয়নে।
তোমা বঁধু পড়ে মনে শয়নে স্বপনে ॥
নিরবধি থাকি আমি চাহি পথ-পানে।
মনের যতেক সুখ পরান তা জানে ॥
শাশুড়ী খুরের ধার ননদিনী রাগী।
নয়ান মুদিলে মন কান্দে শ্যাম লাগি ॥
ছাড়ে ছাড়ু নিজজন তাহে না ডরাই।
কুলের ভরমে পাছে তোমারে হারাই ॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে নরোত্তমদাসে।
অগাধ সলিলে মীন মরয়ে পিয়াসে ॥

৩৯ দৃষ্টিবিদ্ধা ॥ দিব্যসিংহ ॥

যব ধরি পেখলুঁ কালিন্দী-তীর।
নয়নে ঝরয়ে কত বারি অথির ॥
কাহে কহব সখি মরমক খেদ।
চিতহিঁ না ভায়ে কুসুমিত সেজ ॥
নবজলধর জিতি বরণ উজোর।
হেরইতে হৃদি-মাহা পৈঠল মোর ॥
তব ধরি মনসিজ হানয়ে বাণ।
নয়নে কানু বিনু না হেরিয়ে আন ॥
দিব্যসিংহ কহে শুন ব্রজরামা।
রাই কানু এক-তনু দুহুঁ একঠামা ॥

৪০ নব-অনুরাগিণী ॥ "দ্বিজ" চণ্ডীদাস ॥

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায় ॥

৪১ **নব-অনুরাগিণী** ॥ বীর হাম্বির ॥

শুন গো মরমসখি কালিয়া কমল-আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ানু পরানি ॥
শুনিয়া দেখিনু কালা দেখিয়া পাইনু জ্বালা
নিভাইতে নাহি পাই পানি।
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিভায় হিয়ার আগুনি ॥
বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনার তীরে।
কি করিতে কিনা করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি থীরে ॥
শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বির-চিত শ্রীনিবাস-অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পায় ॥

৪২ **দর্শনোৎকণ্ঠিতা** ॥ যশরাজ খান ॥

এক পয়োধর চন্দন-লেপিত
আরে সহজই গোর।
হিম-ধরাধর কনক-ভূধর
কোলে মিলন জোর ॥
মাধব তুয়া দরশন-কাজে।
আধ পসাহন করিঞা সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে ॥ ধ্রু ॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।

নীল-ধবল কমল-যুগলে
চাঁদ পূজল কাম ॥
শ্রীযুত হুসন জগৎ-ভূষণ
সো ইহ রস-জান।
পঞ্চ-গৌড়েশ্বর ভোগ-পুরন্দর
ভনে যশরাজ-খান ॥

৪৩ রূপানুরাগ ॥ বলরামদাস ॥

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মুরতি-মরকত অভিনব কাম ॥
প্রতি অঙ্গ কোন্ বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥
মলু মলুঁ কিবা রূপ দেখিলুঁ স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দমন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতিকুল নাশে ॥
দেখিয়া বিদরে বুক যত ভুরু-ভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী ॥
মন্থর চলনখানি আধ-আধ যায়।
পরাণ কেমন করে কি কহিব কায় ॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরামদাসে কয় অবশ পরশে ॥

৪৪ দৌত্য ॥ 'হরিবল্লভ' ॥

'এ সখি বিহি কি পূরায়ব সাধা।
হেরব পুন কিয়ে রূপনিধি রাধা ॥
যদি মোহে না মিলব সো বরবামা।
তব জীউ ছার ধরব কোন কামা ॥

তুহুঁ ভেলি দোতী পাশ ভেল আশা।
জীউ বান্ধব কিয়ে করব উদাসা॥'
শুনি হরি-বচন দোতী অবিলম্বে।
আওলি চলি যাহাঁ রমণীকদম্বে॥
কহে হরিবল্লভ শুন ব্রজবালা।
হরি জপয়ে তুয়া গুণমণিমালা॥

৪৫ **প্রথম-সমাগমভীরু** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

ধরি সখী-আঁচরে ভই উপচঙ্ক।
বইঠে না বইঠয়ে হরি-পরিযঙ্ক॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস-অভিলাষে আগোরল নাহ॥
লুবুধল মাধব মুগধিনী নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারী॥
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই।
হেরইতে বয়ন নয়নজল খলই॥
হঠ পরিরম্ভণে থরথরি কাঁপ।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ॥
শূতলী ভীত-পুতলী সম গোরী।
চীত-নলিনী অলি রহই অগোরি॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম।
রূপক কূপে মগন ভেল কাম॥

৪৬ **প্রথম মিলন** ॥ লোচনদাস ॥

শুন গো তাহার কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ
দেখা হইল কদম্বের তলে।
বিবিধ ফুলের মালা যতনে গাঁথিয়া কালা
পরাইতে চাহে মোর গলে॥

আমি মরি অই দুখে ভয় নাহি তার বুকে
সাত পাঁচ সখী ছিল সাথে।
চাতুরী করিয়া চার বসনে করিলাম আড়
ভয় হৈল পাছে কেহ দেখে॥
না জানে আপন পর সকল বাসয়ে ঘর
কারো পানে ফিরিয়া না চায়।
আমারে দেখিয়া হাস্তা বাহু পসারিয়া আস্তা
মুখে মুখ দিয়া চুমা খায়॥
গলাতে বসন ধরে কত না মিনতি করে
কথা না কহিলাম আমি লাজে।
লোচন বলে গেল কুল গোকুল হৈল উলথুল
আর কি চাতুরী ধনি সাজে॥

৪৭ **গুপ্ত প্রেম** ॥ গোবিন্দদাস ॥

চৌদিকে চকিত- নয়নে ঘন হেরসি
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাঁতি বুঝই নাহি পারিয়ে
কাহাঁ শিখলি ইহ রঙ্গ॥
সুন্দরি কী ফল পরিজন বাঁচি।
শ্যাম সুনাগর গুপত-প্রেমধন
জানলুঁ হিয়-মাহা সাঁচি॥
এ তুয়া হাস মরম প্রকাশই
প্রতি অঙ্গভঙ্গিম সাখি।
গাঁঠিক হেম বদন-মাহা ঝলকই
এতদিনে পেখলুঁ আঁখি॥
গহন মনোরথে পন্থ না হেরসি
জীতলি মনমথ-রাজ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ
মৌনহি সমুঝল কাজ॥

৪৮ প্রগাঢ় প্রেম ॥ নরহরি ॥

কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি ॥
খাইতে সোয়াথ নাই নিন্দ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে ॥
যে না জানে এই রস সেই আছে ভাল।
মরমে রহল মোর কানুপ্রেম শেল ॥
নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে।
শ্যাম-অনুরাগে চিত নিষেধ না মানে ॥
আগমে পিরীতি মোর নিগমে অসার।
কহে নরহরি মুঞি পড়িনু পাথার ॥

৪৯ গোপন প্রেম ॥ যদুনাথ দাস ॥

কি বলিব আর বঁধু কি বলিব আর।
নয়নের লাজে নাহি ছাড়ি লোকাচার ॥
গোকুলে গোয়ালা-কুলে কেবা কি না বোলে।
তবু মোর ঝুরে প্রাণ তোমা না দেখিলে ॥
একে মরি দুখে আর গুরুর গঞ্জনা।
ডাকিয়া শুধায় হেন নাহি কোন জনা ॥
ডরে ডরাইয়া সে বঞ্চিব কত কাল।
তুয়া প্রেম-রতন গাঁথিব কণ্ঠমাল ॥
নিশি দিসি অবিরত পোড়ে মোর হিয়া।
বিরলে বসিয়া কাঁদি তোমা নাম লয়্যা ॥
তোমা দেখিবারে বঁধু আসি নানা ছলে।
লোকভয় লাগিয়া সে ভয়ে প্রাণ হালে ॥
না দেখিলে মরি যারে তারে কিবা ভয়।
যদুনাথদাস বলে দঢ়াইলে হয় ॥

৫০ ভীরু প্রেম ॥ উদয়াদিত্য ॥

কি বলিতে জানো মুঞি কি বলিতে পারি
একে গুণহীন আরে পরবশ নারী ॥
তোমার লাগিয়া মোর যত গুরুজন।
সকল হইল বৈরী কেহ নয় আপন ॥
বাঘের মাঝে যেন হরিণীর বাস।
তার মাঝে দীঘল ছাড়িতে নারি শ্বাস ॥
উদয়-আদিত্যে কহে মনে অই ভয় উঠে।
তোমার পিরীতিখানি তিলেক পাছে টুটে

৫১ প্রেমমুগ্ধা ॥ 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস ॥

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বন্ধু তোমার পিরীতি ॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর ॥
বন্ধু তুমি মোরে যদি নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাশুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয় ॥

৫২ তন্ময় প্রেম ॥ নরোত্তমদাস ॥

কিবা সে তোমার প্রেম কত লক্ষ-কোটি হেম
নিরবধি জাগিছে অন্তরে।
পুরুবে আছিল ভাগি তেঞি পাইয়াছি লাগি
প্রাণ কান্দে বিচ্ছেদের ডরে ॥

কালিয়া বরণখানি আমার মাথার বেণী
আঁচরে ঢাকিয়া রাখি বুকে।
দিয়া চাঁদ-মুখে মুখ পুরিব মনের সুখ
যে বলে সে বলুক পাপ-লোকে॥
মণি নও মুকুতা নও গলায় গাঁথিয়া লও
ফুল নও কেশে করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণ-নিধি
লইয়া ফিরিতুঁ দেশে-দেশ॥
নরোত্তমদাসে কয় তোমার চরিত্র নয়
তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া।
যেদিনে তোমার ভাবে আমার পরান যাবে
সেই দিন দিহ পদছায়া॥

৫৩ গভীর প্রেম ॥ বলরাম ॥

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস-রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটী কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তভু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
নীরস দরপন দূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি॥
ছি ছি কি শারদ-চান্দ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া যদি ছানিয়া বিজুরী।
অমিয়ার সাঁচে যদি গঢ়াইয়ে পুতুলী॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান।
তভু না হয় তোমার নিছনি সমান॥

হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁ-চিত নহে থির॥

৫৪ নির্ভর প্রেম ॥ জ্ঞানদাস ॥

তুমি সব জান কানুর পিরীতি
তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি এ জাতি-জীবন
তাহারে সোঁপিয়াছি॥
সই কি আর কুল-বিচারে।
প্রাণবন্ধু বিনে তিলেক না জীব
কি মোর সোদর-পরে॥ ধ্রু॥
সে রূপ-সায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বান্ধিল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবিল যে মন
তুলিব কি আর দিয়া॥
খাইতে খাইয়ে শুইতে শুইয়ে
আছিতে আছিয়ে পরে।
জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
আগুনি ভেজাই ঘরে॥

৫৫ গভীর প্রেম ॥ রাঘবেন্দ্র রায় ॥

তোমা না ছাড়িব বন্ধু তোমা না ছাড়িব।
বিরলে পাইয়াছি হিয়া মাঝারে রাখিব॥
রাতি কৈলাঙ দিন বন্ধু দিন কৈলাঙ রাতি।
ভুবন ভরিয়া রহিল তোমার খেয়াতি॥

ঘর কৈলাঙ বন বন্ধু বন কৈলাঙ ঘর।
পর কৈলাঙ আপনি আপনি হৈলাঙ পর॥
সকল তেজিয়া দূরে লইলাঙ শরণ।
রায়-রাঘবেন্দ্র কহে ও রাঙ্গাচরণ॥

৫৬ **আত্মনিবেদন** ॥ চণ্ডীদাস ॥

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরানে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলুঁ দাসী॥
ভাবিয়া দেখিলুঁ এ তিন ভুবনে
আর কে আমার আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াইব কার কাছে॥
এ-কুলে ও-কুলে দু-কুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলুঁ
ও-দুটি কমল-পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলুঁ প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি হেরি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কয় পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

৫৭ আত্মনিবেদন ॥ গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী ॥

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী।
হৃদি- মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি॥
গুরু- গঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা।
রাধা- কান্ত নিতান্ত তব ভরসা॥ ধ্রু॥
সম- শৈল কুলমান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী॥
আমি কুরূপিণী গুণহীনী গোপনারী॥
তুমি জগজনরঞ্জন বংশীধারী॥
আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনী।
তুমি রসপণ্ডিত রস-চূড়ামণি॥
গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুয়া বিনে মোর চিতে আন নাহি ভায়॥

৫৮ গাঢ়-অনুরাগিণী ॥ নরহরি ॥

শিশুকাল হৈতে বঁধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি খেনে কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥
সই কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া নারি পাসরিতে
কি দিয়া শুধিব ধার।
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম॥
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের পরশ-সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।

বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিগে যায় ॥
লাখ লখিমনি তাবে রাতি দিন
যে পদ সেবিতে চায়।
কহে নরহরি আহির-নাগরী
পিরীতে বাঁধল তায় ॥

৫৯ **প্রিয়সমাগম হর্ষ** ॥ বিদ্যাপতি ॥

কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ ধ্রু ॥
পাপ সুধাকর যে দুখ দেল।
পিয়াক দরশনে তত সুখ ভেল ॥
আঁচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাওঁ।
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাওঁ ॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥
নিধন পিয়ার না কইলুঁ যতন।
এবে হাম জানলুঁ পিয়া বড় ধন ॥
ভনএ বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
পিয়াসে মিলল যেন চাতক বারি ॥

৬০ **দৌত্য-অপেক্ষমাণা** ॥ বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

পরাণ-পিয়া সখি হামারি পিয়া।
অবহু না আওল কুলিশ-হিয়া ॥
নখর খোয়ায়লুঁ দিবস লেখি লেখি।
নয়ন আন্ধুয়া ভেল পিয়া-পথ দেখি ॥
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল ॥

অব হাম তরুণী বুঝলুঁ রসভাস।
হেন জন নাহি যে কহয়ে পিয়া-পাশ॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন প্রীত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছন রীত॥

৬১ **স্বপ্নসমাগম** ॥ রামানন্দ বসু ॥

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী।
পাছে লোক-মাঝে মোর হয় জানাজানি॥ ধ্রু॥
শাঙন মাসের দে রিমিঝিমি বরিষে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যামলবরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন॥
বোলে সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিল মোড়াই।
আপন করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন
বোলে কিনো যাচিয়া বিকাই॥
চমকি উঠিলুঁ জাগি কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিনু দেহো নহে সতি।
আকুল পরান মোর দু নয়নে বহে লোর
কহিলে কে যায় পরতীতি॥
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী
কত রঙ্গভঙ্গিমা চালায়।
কহে বসু-রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায়॥

৬২ **স্বপ্নসমাগম** ॥ জ্ঞানদাস ॥

মনের মরমকথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামলবরন দে
তাহা বিনু আর কারো নই ॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
ঝনঝন-শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান-রঙ্গে বিগলিত-চীর-অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরি-বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেনকালে ॥
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক রহু কুলের কামিনী ॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন বিকাইলুঁ— বোলে ॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥

৬৩ বর্ত্মরোধ ॥ অজ্ঞাত ॥

হেদে লো বিনোদিনী এ পথে কেমনে যাবে তুমি।
শীতল কদম্বতলে বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি ॥ ধ্রু ॥
এ ভর-দুপুর বেলা তাতিল পথের ধূলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রমভরে আউলাইল কবরী ॥
অমূল্য রতন সাথে গোঁয়ারের ভয় পথে
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী
তিল-আধ না যাওঁ ছাড়িয়া ॥

৬৪ বর্ত্মরোধ ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

চিকুরে চোরায়সি চামর-কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম-পাঁতি ॥
অধরে চোরায়সি স্বরঙ্গ পোঙার।
চরণে চোরায়সি কুঙ্কুম-ভার ॥
এ গজগামিনী তু বড়ি সেয়ান।
বলে ছলে বাঁচসি গিরিধর দান ॥ ধ্রু ॥
কনয়-কলস ঘনরস ভরি তাই।
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই ॥
তেঞি অতি মন্থর চরণ-সঞ্চার।
কোন তেজব তোহে বিনহি বিচার ॥
সুবল লেহ তুহুঁ গোরস দান।
রাই করব অব কুঞ্জে পয়ান ॥
তাঁহা বৈঠল মনমথ মহারাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥

৬৫ ধৃষ্ট প্রেম ॥ কবি-শেখর ॥

বড়াই ভাল রঙ্গ দেখ দাঁড়াইঞা।
কালিন্দী গম্ভীরনীর নিকটে যমুনাতীর
ঝাঁপ দিব এ তাপ এড়াঞা ॥
হেন ব্যবহার যার উচিত না কহ তার
নিকটে মথুরা রাজধানী।
কান্ধে কর বেড়াইঞা অঙ্গে অঙ্গ হেলাইঞা
পসরা নামাএ কোন দানী ॥
বলিঞা কহিঞা মোরে ঘরের বাহির কৈলে
ধরাইলে ধরমের ছাতা।
ছার কুল কিবা মান যৌবনের চাহে দান
ইহাতে না কহ এক কথা ॥
নিজপতি হেন মতি কথাএ চাতুরী অতি
গরবে গণিল নহে কংসে।
যার সনে যার ভাব তার সনে তার লাভ
কে কহিবে আমা সভার অংশে ॥
এমনি জানিলে মনে এ সঙ্গে আসিব কেনে
বিকে আস্তে লাভ হৈল কত।
কবি-শেখরে কয় দেখিলে এমতি হয়
বিকি-কিনি হয় মনের মত ॥

৬৬ নর্মসংলাপ ॥ ঘনশ্যাম কবিরাজ

'কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার।'
'হরি হাম!'
'জানি না কর পরচার ॥
পরিহরি সো গিরিকন্দর-মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওব মৃগরাজ ॥'

‘সো হরি নহ মধুসূদন নাম।’
‘চলু কমলালয় মধুকরী-ঠাম॥’
‘এ ধনি সো নহ হাম ঘনশ্যাম।’
‘তনু বিনু গুণ কিয়ে কহে নিজ নাম॥
‘শ্যাম মূরতি হাম তুহুঁ কি না জান।’
‘তারাপতি ভয়ে বুঝি অনুমান॥
ঘর-মাহা রতনদীপ উজিয়ার।
কৈছনে পৈঠব ঘন-আঁধিয়ার॥’

পরিচয়-পদ যব সব ভেল আন।
তবহি পরাভব মানল কান॥
তৈখনে উপজল মনমথ-সূর।
অব ঘনশ্যাম-মনোরথ পূর॥

৬৭ **খণ্ডিতাসংলাপ** ॥ শশিশেখর ॥

‘নীলোৎপল মুখমণ্ডল
ঝামর কাহে ভেল।’
‘মদনজ্বরে তনু তাতল
জাগরে নিশি গেল॥’
‘সিন্দুরহি পরিমণ্ডিত
চৌরস কাহে ভাল।’
‘গোবর্ধনে গৌরীক সেবি
সিন্দুর তথি নেল॥’
‘নখরক্ষত বক্ষসি তুয়া
দেয়ল কোন নারী।’
‘কণ্টকে তনু ক্ষতবিক্ষত
তুহে চুঁড়ইতে গোরী॥’

'নীলাম্বর কাহে পহিরলি
পীতাম্বর ছোড়ি।'
'অগ্রজ সঞে পরিবর্তিত
নন্দালয়ে ভোরি॥'
'অঞ্জন কাহে গণ্ডস্থলে
খঞ্জন কাহে অধরে।'
উত্তর-প্রতি- উত্তর দিতে
পরাজয় শশিশেখরে॥

৬৮ **খণ্ডিতাবিলাপ** ॥ নরহরি ॥

সই কত না সহিব ইহা।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
যে দিনে দেখিব আপন নয়ানে
কহে কার সনে কথা।
কেশ ছিঁড়িব বেশ দূরে থোব
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
যাহার লাগিঞা সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন-পরাণ লএ আর জন
তা নাকি আমারে সয়॥
কহে নরহরি শুন গো সুন্দরী
কারে না করিহ রোষ।
কাহ্নু গুণনিধি মিলাওল বিধি
আপন করম-দোষ॥

৬৯ **অভিমানিনী** ॥ জ্ঞানদাস ॥

পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি।
ঝাঁপল শৈলশিখরে একপাণি॥

অব বিপরীত ভেল গো সব কাল।
বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল॥
না বোলহ সজনি না বোলহ আন।
কী ফল আছয়ে ভেটব কান॥
অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পানি-তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥
হিয়া সম-কুলিশ বচন মধুধার।
বিষঘট-উপরে দুধ-উপহার॥
চাতুরি বেচহ গাহক ঠাম।
গোপত প্রেম-সুখ ইহ পরিণাম॥
তুহুঁ কিয়ে শঠি নিকপটে কহ মোয়।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হোয়॥

৭০ **পশ্চাত্তাপিনী** ॥ 'প্রেমদাস' ॥

সই কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি সরল হইলুঁ
সে পুনি আপন দোষ॥
বাতাস বুঝিয়া পেলাই থু পা
বাঢ়াই বুঝিয়া থেহ।
মানুষ বুঝিয়া কথা সে কহিয়ে
রসিক বুঝিয়া নেহ॥
মড়ক বুঝিয়া ধরিয়ে ডাল
ছায়ায় বুঝিয়া মাথা।
গাহক বুঝিয়া গুণ প্রকাশিয়ে
বেথিত দেখিয়া বেথা॥
অবিচারে সই করিলুঁ পিরীতি
কেন কৈলুঁ হেন কাজে।
প্রেমদাস কহে ধীরহ সুন্দরী
কহিলে পাইবা লাজে॥

৭১ **মানিনীপ্রবোধ** ॥ বৃন্দাবন ॥

কৈছে চরণে কর- পল্লব ঠেললি
মীললি মান-ভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জীউ জরি যব যায়ব
তবহি দেখব ইহ রঙ্গে ॥
মাগো কিয়ে ইহ জিদ্দ অপার।
কো অছু বীর ধীর মহাবল
পাঙরি উতারব পার ॥
শ্যামর ঝামর মলিন নলিনমুখ
ঝরঝর নয়নক নীর।
পীতাম্বর গলে পদহি লোটায়ল
হিয়া কৈছে বাঁধলি থীর ॥
সাধি সাধি ছরমে ঘরমে মহা বিকল
ঘন ঘন দীঘনিশাস।
মনমথ-দাহ দহনে মন ধসি গেও
রোখে চলল নিজ বাস ॥
অবিরোধি প্রেম- পন্থ তুহুঁ রোধলি
দোষ লেশ নাহি নাহ।
বৃন্দাবন কহ নিষেধ না মানলি
হামারি ওরে নাহি চাহ ॥

৭২ **দূতীসংবাদ** ॥ রাজপণ্ডিত ॥

প্রথম তোহর প্রেম-গৌরব
গৌরব বাঢ়লি গেলি।
অধিক আদরে লোভে লুবুধলি
চুকলি তে রতি-খেলি ॥
খেমহ এক অপ- রাধ মাধব
পলটি হেরহ তাহি।

তোহ বিন জঞো অমৃত পিবএ
তৈও ন জীবএ রাহি ॥
কালি পরশু ঈ মধুর যে ছলি
আজ সে ভেলি তীতি।
আনহু বোলব পুরুষ নির্দয়
[সহজে] তেজে পিরীতি ॥
বৈরিহুকে এক দোষ মরসিঅ
রাজপণ্ডিত জ্ঞান।
বারি-কমলা- কমল-রসিআ
ধন্যমানিক জান ॥

৭৩ **কলহান্তরিতা** ॥ চন্দ্রশেখর ॥

কাহে তুহুঁ কলহ করি কান্ত-সুখ তেজলি
অব সে বসি রোয়সি কাহে রাধে।
মেরু-সম মান করি উলটি ফিরি বৈঠলি
নাহ তব চরণ ধরি সাধে ॥
তবহুঁ তারে গারি ভর্ৎসন করি তেজলি
মান বহু-রতন করি গণলা।
অবহুঁ ধরমপথ- কাহিনী উগারই
রোখে হরি-বিমুখ ভই চললা ॥
কাতরে তুয়া চরণযুগ বেঢ়ি ভুজপল্লবে
নাথ নিজ-শপতি বহু দেল।
নিপট কুটিনাটি-কটু কঠিনী বজরাবুকী
কৈছে জীউ ধরলি কর ঠেল ॥
অবহুঁ সব সখিনী তব নিকটে নাহি বৈঠব
হেনই অবিচার যদি করলি।
চন্দ্রশেখর কহে কতয়ে সমুঝায়ল
পিরীতি হেন কাহে তুহুঁ তেজলি ॥

৭৪ **অভিমানিনী** ॥ চম্পতি ॥

সখি হে কাহে কহসি কটু ভাষা।
ঐছন বহুগুণ একদোষে নাশই
একগুণ বহুদোষ-নাশা ॥ ধ্রু ॥
কি করব জপ তপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নাহি দীনে।
সুন্দর কুলশীল ধন জন যৌবন
কি করব লোচনহীনে ॥
গরল-সহোদর গুরুপত্নী-হর
রাহু-বমন তনু কারা।
বিরহ-হুতাশন বারিজ-নাশন
শীলগুণে শশী উজিয়ারা ॥
পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজসুতে
কাক-উচ্ছিষ্ট রস পানি।
সো সব অবগুণ সগুণ এক পিক
বোলত মধুরিম বাণী ॥
কামুক পীরিতি কি কহব রে সখি
সব গুণ-মূল অমূলে।
বংশী পরশি শপথি করে শত শত
তবহি প্রতীত নাহি বোলে ॥
বর পরিরম্ভণ চুম্বন আলিঙ্গন
সঙ্কেত করি বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নৈরাশে ॥
সুন্দর সিন্দুর নয়নক অঞ্জন
সঞ্চরু দশনক রেখা।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
প্রাত-সময়ে দিল দেখা ॥

দশগুণ অধিক অনলে তনু দাহিল
রতিচিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।
চম্পতি পৈড় কপূর যব না মিলব
তব মিলব হরি সঙ্গে ॥

৭৫ মানিনীপ্রবোধ ॥ জয়দেব ॥

হরিমভিসরতি বহতি মৃদুপবনে।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে ॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥ ধ্রু ॥
তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্।
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্ ॥
কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরম্।
মা পরিহর হরিমতিশযরুচিরম্ ॥
কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা।
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা ॥
সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্।
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম্ ॥
হরিরুপযাতু বদতু বহুমধুরম্ ॥
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্ ॥

৭৬ দূতীসংবাদ ॥ 'তরুণীরমণ' ॥

এ হরি মাধব করু অবধান।
জিতল বিয়াধি ঔষধে কিবা কাম ॥
আঁধিয়ারা হোই উজর করে যোই।
দিবসক চাঁদ পুছত নাহি কোই ॥

দরপণ লেই কি করব আন্ধে।
শফরী পলায়ব কি করব বান্ধে ॥
সায়রি শুখায়ব কি করব নীরে।
হাম অবোধ তুয়া কি করব ধীরে ॥
কা করব বন্ধুগণ বিধি ভেও বাম।
নিশি-পরভাতে আওলি শ্যাম ॥
তরুণীরমণে ভণ ঐছন রঙ্গ।
রজনী গোঙায়লি কাকরু সঙ্গ ॥

৭৭ **প্রেমনিবেদন** ॥ জ্ঞানদাস ॥

নহিয় বিমুখ রাই নহিয় বিমুখ।
অনুগত জনেরে না দিহ এত দুখ ॥
তুয়া রূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পরতিত চোর ॥
প্রতি-অঙ্গে অনুখণ রঙ্গ-সুধানিধি।
না জানি কি লাগি পরসন্ন নহে বিধি ॥
অলপ অধিক-সঙ্গে হয় বহু-মূল।
কাঞ্চন সঞে কাচ মরকত-তুল ॥
এত অনুনয় করি আমি নিজ-জনা।
দুরদিন হয় যদি চান্দে হরে কণা ॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলী।
বিধি নিরমিল তোহে পিরিতি-পুতলী ॥
এত ধনে ধনী যেহ সে কেনে কৃপণ :
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানে কার মন ॥

৮ **দূতী-সংবাদ** ॥ দীনবন্ধু ॥

চলল দূতী কুঞ্জর জিতি
মন্থরগতি-গামিনী।
খঞ্জন দিঠি অঞ্জন মিঠি
চঞ্চলমতি-চাহনী ॥

জঙ্গল-তট- পন্থ নিকট
আসি দেখিল গোপিনী।
গোপ সঙ্গে শ্যাম রঙ্গে
গোঠে কয়ল সাজনি॥
না পাঞা বিরলি আঁখি ছলছল
ভাবিঞা আকুল গোপিকা।
নাহ-রমণ- দরশন বিনু
কৈছে জিয়ব রাধিকা॥
যামুন-কূল চম্পক-মূল
তাঁহি বসিল নাগরী।
দীনবন্ধু পড়ল ধন্ধ
হইল বিপদ-পাগলী॥

৭৯ **দূতী-সংবাদ** ॥ চন্দ্রশেখর ॥

জিতি কুঞ্জর- গতি মন্থর
চলত সো বরনারী।
বংশীবট যাবট-তট
বনহি বন হেরি॥
মদনকুঞ্জে শ্যামকুণ্ড-
রাধাকুণ্ড-তীরে।
দ্বাদশ বন হেরত সঘন
শৈলহুঁ কিনারে॥
যাহা ধেনু সব করতহি রব
তাহি চলত জোরে।
শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল
দেখত বলবীরে॥
যমুনাকূলে নীপহিঁ মূলে
লুঠত বনয়ারী।
চন্দ্রশেখর ধূলিধূসর
কহত প্যারী প্যারী॥

৮০ **সুবলমিলন** ॥ দীনবন্ধু ॥

নিজ-মন্দির তেজি গতং ঝটকং
চলকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডতটং।
মদমত্তমতঙ্গজমন্দগতা
জটিলাপদপঙ্কজধূলিনতা।
নত-কন্ধর হেরি গতং সুবলং
জটিলা জয় দেই বলে কুশলং।
মধুরাধরবাত সুধা সম মীঠ
গুরুগর্বিত পুছিত দেই পীঠ।
সুবলাকৃতি রাই মনে গমনং
পহুঁ দীনবন্ধু কলিতং ভণনং ॥

৮১ **বৃন্দাবনবিহারযাত্রা** ॥ জগন্নাথ ॥

যমুনাক তীরে ধীরে চলু মাধব
মন্দমধুর বেণু বাঅই রে
ইন্দীবর-নয়নী বরজবধূ কামিনী
সঘন তেজিয়া বনে ধাবই রে।
অসিত অম্বুধর অসিত সরসিরুহ
অতসীকুসুম অহিমকরসুতা-নীর
ইন্দ্রনীলমণি উদার মরকত-
শ্রী-নিন্দিত বপু-আভা রে।
শিরে শিখণ্ডদল নবগুঞ্জাফল
নিরমল মুকুতা-লম্বি নাসাতল
নবকিশলয়-অবতংস গোরোচন-
অলকতিলক মুখশোভা রে ॥
শ্রোণি পীতাম্বর বেত্র বামকর
কম্বুকণ্ঠে বনমালা মনোহর
ধাতুরাগ-বৈচিত্র্য-কলেবর
চরণে চরণ পরি শোভা রে।

গোধূলিধূসর বিশালবক্ষথল
রঙ্গভূমি জিনি বিলাস নটবর
গো-ছাঁদনরজু বিনিহিত কন্ধর
রূপে ভুবনমনলোভা রে ॥
ব্রহ্ম পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর
যো চরণাম্বুজ সেবে নিরন্তর
সো হরি কৌতুক ব্রজবালক সাথে
গোপনাগরী-অভিলাষা রে।
সো পহুঁ-পদতল-পরাগধূসর
মানস মম করু আশ নিরন্তর
অভিনব সৎকবি দাস-জগন্নাথ
জননীজঠরভয়নাশা রে ॥

৮২ রাসাভিসারিণী ॥ জগদানন্দ ॥

মঞ্জু বিকচ কুসুমপুঞ্জ
মধুপশবদ গুঞ্জ-গুঞ্জ
কুঞ্জরগতি-গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুলনারী।
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ
মালতীফুল-মালে রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী
খঞ্জনগতি-হারি ॥
কাঞ্চনরুচি রুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিণী করকঙ্কণ মৃদু
ঝঙ্কৃত মনোহারী।
নাচত যুগ ভুরু-ভুজঙ্গ
কালিদমনদমন-রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে
রঙ্গিল নীলশাড়ী ॥

দশন কুন্দকুসুমনিন্দু
বদন জিতল শরদ-ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে
প্রেমসিন্ধু প্যারী।
ললিতাধরে মিলিত হাস
দেহদীপতি তিমির নাশ
নিরখি রূপ রসিক ভূপ
ভুলল গিরিধারী॥
অমরাবতী যুবতিবৃন্দ
হেরি হেরি রূপ পড়ল ধন্দ
মন্দমন্দ-হসনা নন্দ-
নন্দনসুখকারি;
মণিমানিক নখ বিরাজ
কনকনূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ থলজলরুহ-
চরণক বলিহারি॥

৮৩ **শারদরজনীবিহার** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

শরদচন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্লমল্লিকা মালতী যূথী
মত্তমধুকর-ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহনমদনে মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী-চিত-চোরণি॥
শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহি মনহি আপন সোঁপি

তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কললোলনি।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজররেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুণ্ডল-দোলনি ॥
শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রশন খোলি
গলিত-বেণী-লোলনি।
ততহি বেলি সখিনী মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুলচন্দ
গোবিন্দদাস-গায়নি ॥

৮৪ হিমাভিসার ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

হিমঋতু যামিনী যামুনতীর।
তরললতাকুল কুঞ্জ-কুটীর ॥
তহিঁ তনু থির নহে তুহিন-সমীর।
কৈছে বঞ্চব শুন শ্যামশরীর ॥ ধ্রু ॥
ধনি তুহুঁ মাধব ধনি তুয়া নেহ।
ধনি ধনি সো ধনী পরিহর গেহ ॥
কুলবতী-গৌরব কঠিন কপাট।
গুরুজন-নয়ন-সকণ্টক বাট ॥
কো জানে এতহুঁ বিঘিনি অবগাই।
ঐছন সময়ে মিলব তোহে রাই ॥
ইথে যো পূরব তুহুঁ মনকাম।
তাকর চরণে হামারি পরনাম ॥
গোবিন্দদাস তবহুঁ ধরি জাগ।
তুহুঁ জনি তেজহ নব-অনুরাগ ॥

৮৫ **হিমাভিসার** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিকে হিম হিমকর করু বন্ধ ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ ॥
এ সহি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥ ধ্রু ॥
পরিহরি তৈখনে সুখময় শেজ।
উচকুচকঞ্চুক ভবমহি তেজ ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই ॥
কমলচরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক-বাটে কতিহুঁ নাহি টলই ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিনি যাঁহা নূতন নেহ ॥

৮৬ **বর্ষাভিসার** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

মন্দির-বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তহি অতি দূরতর বাদলদোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার ॥ ধ্রু ॥
ঘনঘন ঝনঝন বজরনিপাত।
শুনইতে শ্রবণ-মরম জরি যাত ॥
দশদিশ দামিনীদহন-বিথার।
হেরইতে উচকই লোচনতার ॥
ইথে যদি সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥

গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

৮৭ **মিলনধন্যা** ॥ বিদ্যাপতি ॥

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোরে অনুকূল হোয়ল
টুটল সকল সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ রব করু
গগনে উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ
মলয়-সমীর বহু মন্দা॥
কুসুমিত কুঞ্জে অলি অব গুঞ্জরু
কবি বিদ্যাপতি ভান।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥

৮৮ **নির্ভয় প্রেম** ॥ মুরারি গুপ্ত ॥

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ন-পুতলী করি লইলোঁ মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥

না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণগোচরে।
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি-গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায়॥

৮৯ **তিমিরাভিসারিণী** ॥ শেখর ॥

কাজর-রুচিহর রয়নী বিশালা।
তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা॥
ঘর সঞে নিকসয়ে যৈছন চোর।
নিশবদপথগতি চললিহ থোর॥
উনমতচিত অতি আরতি বিথার।
গুরুয়া নিতম্ব নব-যৌবন ভার॥
কমলিনী-মাঝা খিনি উচ কুচজোর।
ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥
রঙ্গিনী সঙ্গিনী নব নব জোরা।
নব-অনুরাগিণী নব রসে ভোরা॥
অঙ্গক অভরণ বাসয়ে ভার।
নূপুর কিঙ্কিণী তেজল হার॥
লীলাকমল উপেখলি রামা।
মন্থরগতি চলু ধরি সখী শ্যামা॥
যতনহিঁ নিঃসরু নগর দুরন্তা।
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা॥

৯০ **শুক্লাভিসারিণী** ॥ রূপ গোস্বামী ॥

ত্বং কুচবল্লিতমৌক্তিকমালা।
স্মিতসান্দ্রীকৃতশশিকরজালা॥

হরিমভিসর সুন্দরী সিতবেশা ।
রাকারজনিরজনি গুরুরেখা ॥ ধ্রু ॥
পরিহিত-মাহিষদধিরুচি-সিচয়া ।
বপুরর্পিত-ঘনচন্দননিচয়া ॥
কর্ণকরম্বিত-কৈরবহাসা ।
কলিত-সনাতন-সঙ্গবিলাসা ॥

৯১ বর্ষাগমে প্রত্যাশা ॥ বাসুদেব দাস ॥

অহে নবজলধর
বরিষ হরিষ বড় মনে ।
শ্যামের মিলন মোর সনে ॥
বরিষ মন্দ-ঝিমানি ।
আজু সুখে বঞ্চিব রজনি ॥
গগনে সঘনে গরজনা ।
দাদুরী দুন্দুভি বাজনা ॥
শিখরে শিখণ্ডিনী রোল ।
বঞ্চিব সুরনাথ-কোল ॥
দোহার পিরীতিরস আশে ।
ডুবল বাসুদেবদাসে ॥

৯২ বিরহোৎকণ্ঠিতা ॥ শেখর ॥

ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
গগন ভরি বরিখন্তিয়া ।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘন-খর-শর-হন্তিয়া ॥
সখি হে হামার দুখের নাহি ওর রে ।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর রে ॥ ধ্রু ॥

কুলিশ কত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাছরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
ভণহু শেখর কৈছে নিরবহ
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥

৯৩ **রাসাভিসারিণী** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

কুঞ্চিত-কেশিনী নিরুপম-বেশিনী
রস-আবেশিনী ভঙ্গিনী রে।
অঙ্গ-তরঙ্গিণী অধর-সুরঙ্গিণী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিনী রে॥
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি।
ব্রজ-রমণীগণ-মুকুটমণি ॥ ধ্রু ॥
কুঞ্জর-গামিনী মোতিম-দামিনী
চমকিনী শ্যাম-নেহারিনী রে।
অভরণ-ধারিণী নব-অভিসারিণী
শ্যাম-হৃদয়বিহারিণী রে॥
নব-অনুরাগিণী অখিল-সোহাগিনী
পঞ্চম-রাগিণী সোহিনী রে।
রাস-বিলাসিনী হাস-বিকাশিনী
গোবিন্দদাস-চিতমোহিনী রে॥

৯৪ **বর্ষাভিসার** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

কুলমরিযাদ- কপাট উদঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ- সিন্ধু সঞে পঙরলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা॥

সহচরি মঝু পরিখন কর দূর।
যৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝ র ॥ ধ্রু ॥
কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেমদহনদহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি ॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলুঁ
তাহে কি তনু-অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ ॥

৯৫ **অনন্ত প্রেম** ॥ কবি-বল্লভ

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু- রাগ বাখানিয়ে
অনুখন নৌতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেলা।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
হৃদয় জুড়ন নাহি গেলা ॥
বচন অমিয়ারস অনুখন শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না ভেলি।
কত মধুযামিনী রভসে গোঙায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি ॥
কত বিদগধজন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না পেখি।
কহ কবি-বল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মীলয়ে কোটিমে একি ॥

৯৬ **পীরিতি মাহাত্ম্য** ॥ জ্ঞানদাস ॥

শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু
ভুলিয়া পীরিতি কৈনু।
পীরিতি বিচ্ছেদে সহন না যায়
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু ॥
সই পীরিতি দোসর ধাতা
বিধির বিধান সবে করে আন
না শুনে ধরম কথা ॥ ধ্রু ॥
সবাই বোলে পীরিতি-কাহিনী
কে বলে পীরিতি ভাল।
শ্যাম নাগরের পীরিতি ঘুষিতে
পাঁজর খসিয়া গেল ॥
পীরিতি মিরিতি তুলে তোলাইনু
পীরিতি গুরুয়া ভার।
পীরিতি বিয়াধি যারে উপজয়
সে বুঝে না বুঝে আর ॥
কেন হেন সই পীরিতি করিনু
দেখিয়া কদম্বতলে।
জ্ঞানদাসে কহে এমন পীরিতি
ছাড়িলে কাহার বোলে ॥

৯৭ **পীরিতি-কীর্ত্তন** ॥ যশোদানন্দন

পীরিতি নগরে বসতি করিব
পীরিতে বান্ধিব চাল।
পীরিতি কপাট দুয়ারে বসাব
পীরিতে গোঁয়াব কাল ॥
পীরিতি উপরে শয়ন করিব
পীরিতি শিথান মাথে।

পীরিতি বালিসে আলিস ছাড়িব
থাকিব পীরিতি সাথে ॥
পীরিতি বেশর পরিব নাসিকা
দুলাব নয়ান-কোণে ।
যশোদানন্দনে ভণএ পীরিতি
পীরিতি কেহ না জানে ॥

৯৮ **প্রেমনিমগ্না** ॥ জ্ঞানদাস ॥

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর ।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে ।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বাঁধে ॥
সই কি আর বলিব ।
যে পুনি কর্যাছি মনে সেই সে করিব ॥ ধ্রু ॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা ।
দরশ-পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার ।
লহুলহু হাসে পহু পীরিতির সার ॥
গুরুগরবিত-মাঝে রহি সখীরঙ্গে ।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার ।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
ঘরের যতেক সভে করে কানাকানি ।
জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাইলুঁ আগুনি ॥

৯৯ **রূপসতৃষ্ণা** ॥ জ্ঞানদাস ॥

রূপ দেখি আখি নাহি নেউটই
মন অনুগত নিজ লাভে ।
অপরশে দেহ পরশ-রসসম্পদ
শ্যামর সহজ স্বভাবে ॥

সখিহে মুরতি পীরিতি-সুখদাতা

প্রতি অঙ্গ অখিল অনঙ্গসুখসায়র
নায়র নিরমিল ধাতা ॥ ধ্রু ॥
লীলা-লাবণি অবনী অলঙ্করু
কি মধুর মন্থরগমনে।
লহু-অবলোকনে কত কুলকামিনী
শূতল মনসিজশয়নে ॥
অলখিতে হৃদয়ক অন্তর অপহরু
বিছুরণ না হয় স্বপনে।
জ্ঞানদাস কহে তব কৈছন হয়ে
তনু তনু যব হব মিলনে ॥

১০০ **অপূর্ব প্রেম** ॥ রামানন্দ রায় ॥

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি ॥
এ সখি সো সব প্রেম-কহানী।
কানু-ঠামে কহবি বিছুরহ জানি ॥
ন খোঁজলুঁ দোতী ন খোঁজলুঁ আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পঁচবাণ ॥
অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দোতী।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধন রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥

১০১ **দুরন্ত প্রেম** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

নব নব গুণগণ শ্রবণ-রসায়ন
নয়ন-রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ হৃদয়-রসায়ন
পরশ-রসায়ন সঙ্গ ॥

এ সখি রসময় অন্তর যার।
শ্যাম সুনাগর গুণগণ-সাগর
কো ধনী বিছুরই পার ॥ ধ্রু ॥
গুরুজন-গঞ্জন গৃহপতি-তরজন
কুলবতী-কুবচনভাষ।
যত পরমাদ সবহুঁ পুন মেটই
মধুরমুরলী-আশোয়াস ॥
কীয়ে করব কুল দিবসদীপ তুল
প্রেমপবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দদাস যতন করি রাখত
লাজক জালে আগোর ॥

১০২ **নিঠুর প্রেম** ॥ জ্ঞানদাস ॥

কান্দিতে না পাই বঁধু কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চান্দমুখ চাই ॥
শাশুড়ী-ননদীর কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি ॥
চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে।
এমত রহিয়ে পাড়াপড়শীর ডরে ॥
তাহে আর তুমি সে হইলে নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন ॥

১০৩ **বিষম প্রেম** ॥ শেখর ॥

ওহে শ্যাম তুহুঁ সে সুজন জানি।
কি গুণে বাঢ়াল্যা কি দোষে ছাড়িলা
নবীন পীরিতি-খানি ॥ ধ্রু ॥
তোমার পীরিতি আদর আরতি
আর কি এমন হবে।
মোর মনে ছিল এ সুখ-সম্পদ
জনম অবধি যাবে ॥

ভাল হৈল কান দিয়া সমাধান
বুঝিল আপন কাজে।
মুঞি অভাগিনী পাছু না গণিল
ভুবন ভরিল লাজে॥
যখন আমার ছিল শুভদিন
তখন বাসিতে ভাল।
এখনে এ সাধে না পাই দেখিতে
কান্দিতে জনম গেল॥
কহয়ে শেখর বঁধুর পীরিতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে॥

১০৪ **বিষম প্রেম** ॥ যদুনন্দন ॥

কত ঘর-বাহির হইব দিবারাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পীরিতি॥
আনিয়া বিষের গাছ রুপিলাম অন্তরে।
বিষেতে জারিল দেহ দোষ দিব কারে॥
কি বুদ্ধি করিব সখি কি হবে উপায়।
শ্যাম-ধন বিনে মোর প্রাণ বাহিরায়॥
এ-কুল ও-কুল সখি দো-কূল খোয়ালুঁ।
সোতের শেহলি যেন ভাসিতে লাগিলুঁ॥
কহিতে কহিতে ধনি ভেল মুরছিত।
উরে করি কহে সখী থির কর চিত॥
মনে হেন অনুমানি এই সে বিচার।
এ যদুনন্দন বোলে কর অভিসার॥

১০৫ **দুস্ত্যজ প্রেম** ॥ সৈয়দ মর্তুজা ॥

শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি।
কোন শুভ দিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি॥ ধ্রু॥

যখন দেখিয়ে এ চাঁদ-বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি॥
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুনহ পরাণ-কানু।
কুল শীল সব ভাসাইলুঁ জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রৈলুঁ তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি॥

১০৬ **দর্শনোৎকণ্ঠা** ॥ 'প্রেমদাস' ॥

কি করিব কোথা যাব কি হৈবে উপায়।
যারে না দেখিলে মরি তারে না দেখায়॥
যার লাগি সদা প্রাণ আনচান করে।
মোরে উপদেশ করে পাসরিতে তারে॥
এতদিন ধরি মুঞি হেন নাহি জানি।
যে মোর দুখের দুখী তার হেন বাণী॥
আন ছলে রহি কত করে কানাকানি।
প্রেমদাস বলে তুমি বড় অভিমানী॥

১০৭ **প্রেমদহন** ॥ জ্ঞানদাস ॥

মনের মরম কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বান্ধে।
মুখেতে না ফুরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
কোন বিধি নিরমিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥

চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব।
বন্ধুর লাগিয়া আমি সাগরে পশিব॥

১০৮ **বিশ্বময় প্রেম** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

যাঁহা পহুঁ অরুণচরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি-মাহ॥
এ সখি বিরহমরণ নিরদ্বন্দ্ব।
ঐছে মিলই যব শ্যামরচন্দ॥ ধ্রু॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গজ্যোতি হোই তথি-মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হোই মৃদু বাত॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চনগোরী।
সো মরকততনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥

১০৯ **বিরহে গৌরাঙ্গ** ॥ রাধামোহন ঠাকুর ॥

আজু বিরহভাবে গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
ভূমে গড়ি কান্দে বলে কাঁহা প্রাণেশ্বর॥
পুন মূরছিত ভেল অতি ক্ষীণ শ্বাস।
দেখিয়া লোকের মনে বড় হয় ত্রাস॥
উচ করি ভকত করল হরি-বোল।
শুনিয়া চেতন পাই আঁখি ঝরু লোর॥
ঐছন হেরইতে কান্দে নরনারী।
রাধামোহন মরু যাউ বলিহারি॥

১১০ **গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস** ॥ বাসুদেব ঘোষ ॥

শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের পাশে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন-মন্দিরে ছিলা নিশাভাগে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দু-নয়নে
শুনিয়া উঠিলা শচী মাতা।
আউদড়-কেশে ধায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখে কথা॥
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিতে কান্দিতে পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥
শুনিয়া নদীয়া-লোকে কান্দে উচ্চস্বরে শোকে
যারে তারে পুছেন বারতা।
একজন পথে যায় দশজনে পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখ্যাছ যাইতে কোথা॥
সে বলে দেখ্যাছি পথে কেহো তা নাহিক সাথে
কাঞ্চননগর পথে ধায়।
কহে বাসু-ঘোষ ভাষা শচীর এমন দশা
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়॥

১১১ **গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস** ॥ গোবিন্দ ঘোষ ॥

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥
তো-সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥

আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন-বিলাস॥
কান্দয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ-ঘোষ না যায় মিলিয়া॥

১১২ **গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস** ॥ বাসুদেব ঘোষ ॥

গোরা-গুণে প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
দুর্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া॥
অকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কান্দিয়া।
গোরা-বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া॥
বাসুদেব-ঘোষ কান্দে গুণ সোঙরিয়া।
ঝুরয়ে নদীয়া-লোক গোরা না হেরিয়া॥

১১৩ **গৌরাঙ্গ-বিরহ** ॥ বংশীদাস ॥

আর না হেরিব প্রসন্ন কপালে
অলকাতিলক কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে
নয়ন-খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস-মন্দিরে
ভকত-চাতক লৈয়া।
আর কি নাচিবে আপনার ঘরে
আমরা দেখিব চাইয়া॥
আর কি দু-ভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঞি।
নিমাই করিয়া ফুকরি সদাই
নিমাই কোথাও নাই॥
নিদয় কেশব- ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ।

গৌরাঙ্গ-সুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া-মাঝ ॥
কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌর-রায় ।
শাশুড়ী-বধুর রোদন শুনিয়া
বংশী গড়াগড়ি যায় ॥

১১৪ **বিষ্ণুপ্রিয়া-বারমাস্যা** ॥ লোচনদাস ॥

ফাল্গুনে পৌর্ণমাসী তোমার জন্মদিনে
উদ্বর্তন তৈলে স্নান কর গৃহাঙ্গনে ।
পিষ্টক পায়স ভোগ ধূপ দীপ গন্ধে
সংকীর্তনে নাচে প্রভু পরম আনন্দে ।
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার জন্মতিথি পূজা
আনন্দিত নবদ্বীপ বাল বৃদ্ধ যুবা ॥

চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে
শুনিঞা যে প্রাণ করে কি কহিব কাকে ।
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহুকুহু
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা পাই মুহুর্মুহু ।
পুষ্পমধু খাই মত্ত ভ্রমরীর রোলে
তুমি দূর-দেশে আমি গোঙাইব কার কোলে ।
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে আমি কি বলিতে জানি
বিষাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী ॥

বৈশাখে চম্পকমালা নৌতুন গামছা
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোঁছা ।
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ সরু পৈতা কান্ধে
সে রূপ না দেখি মুঞি জীব কোন ছান্দে ।
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে বিষম বৈশাখের রৌদ্রে
তোমার বিচ্ছেদে মরি বিরহ-সমুদ্রে ॥

জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপত সিকতা
কেমনে ভ্রমিবে প্রভু পদাম্বুজ-রাতা।
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কান্দে নিশিদিন
ছটফট করে যেন জল বিনে মীন।
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার নিদারুণ হিয়া
গঙ্গাএ প্রবেশ করি মরু বিষ্ণুপ্রিয়া॥

আষাঢ়ে নৌতুন মেঘ দাতুরীর নাদে
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে।
শুনিঞা মেঘের নাদ ময়ূরের নাট
কেমনে বঞ্চিব আমি নদীয়ার বাট।
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও॥

শ্রাবণে সলিলধারা ঘনে বিদ্যুৎলতা
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা।
লক্ষ্মীর বিলাস ঘরে পালঙ্কী শয়ন
সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন।
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তুমি বড় দয়াবান
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান॥

ভাদ্রে ভাস্করতাপ সহনে না যায়
কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায়।
যার প্রাণনাথ ভাদ্রে নাহি থাকে ঘরে
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে।
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে বিষম ভাদ্রের খরা
জীয়ন্তে মরিল প্রাণনাথ নাহি যারা॥

আশ্বিনে অম্বিকাপূজা আনন্দিত মহী
কান্ত বিনে যে দুখ তা কার প্রাণে সহি।

শরত-সময়ে নাথ যার নাহি ঘরে
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে।
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে কর উপদেশ
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ ॥

কাতিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা
কেমনে কৌপীনবস্ত্রে আচ্ছাদিবে গা।
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী
এবে অভাগিনী মুঞি হেন পাপরাশি।
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তুমি অন্তরযামিনী
তোমার চরণে মুঞি কি বলিতে জানি ॥

অঘ্রাণে নৌতুন ধান্য জগতে প্রকাশে
সর্ব সুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে।
পাট নেত ভোট প্রভু সকলাত কম্বলে
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে।
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার সর্বজীবে দয়া
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া ॥

পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে
কান্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে।
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূর-দেশে
বিরহ-আনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে।
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে পরবাস নাহি সহে
সংকীর্তন-অধিক সন্ন্যাসধর্ম নহে ॥

মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব।
এই ত দারুণ শেল রহল সম্প্রতি
পৃথিবীতে না রহল তোমার সন্ততি।

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে লেহ নিজ পাশ
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচনদাস ॥

১১৫ **বিরহশঙ্কিনী** ॥ গোপাল দাস ॥

সজনি ডাহিন নয়ান কেনে নাচে।
খাইতে শুইতে মুঞি সোয়াথ না পাই গো
অকুশল হবে জানি পাছে ॥ ধ্রু ॥
শয়নে স্বপনে আমি ভয় যেন বাসি গো
বিনি দুঃখে চিন্তা উপজায়।
প্রিয়-সখির কথা সহনে না যায় গো
সুখ নাহি পাই নিজ গায় ॥
নগর-বাজারে সব কানাকানি করে গো
ঘরে ঘরে করে উতরোল।
কাহারে পুছিলে কেহ উতর না দেয় গো
কেহ নাহি কহে সাঁচা বোল ॥
আমারে ছাড়িয়া পিয়া বিদেশে যাইবে গো
এহি কথা বুঝি অনুমানে।
গোপাল-দাস কয় কহিতে লাগয়ে ভয়
কেবা জানি আইল বিমানে ॥

১১৬ **মৌনবিদায়** ॥ শ্রীরাম ॥

মৌনহি গমন করল যদুনন্দন
অক্রূর লেই রথ আগে ধরি।
দাম সুদাম শ্রীদাম গদগদ
নন্দ যশোমতী প্রাণ হরি ॥
ব্রজবধূজন রহল চিতাওত
নয়নে ভরি ভরি নীর ঢরি।
শ্রীরাম ভনি বৃষভানুতনী
চীতক পুতলি দ্বার খরী ॥

১১৭ **বিরহিণী** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

শুনলহিঁ মাথুর চলব মুরারি।
চলতহি পেখলুঁ নয়ন পসারি॥
পলটি নেহারিতে হাম রহু হেরি।
শূনহি মন্দিরে আয়লুঁ ফেরি॥
দেখ সখি নীলজ জীবন মোই।
পীরিতি জনায়ত অব ঘন রোই॥
সো কুসুমিত বন কুঞ্জকুটীর।
সো যমুনাজল মলয়সমীর॥
সো হিমকর হেরি লাগয়ে চঙ্ক।
কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক॥
এতদিনে জানলুঁ বচনক অন্ত।
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত॥
তহি অতি দূরতর আশকি পাশ।
সমদি না আওত গোবিন্দদাস॥

১১৮ **বিরহবিলাপ** ॥ বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখ-লব ভৈগেল নৈরাশা॥
সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই॥ ধ্রু॥
কো জানে চান্দ চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু- পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি-নিরমাণ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।

বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপূর ॥

১১৯ বিরহনিকৃন্তন ॥ লোচনদাস ॥

গুঞ্জ-অলি-	পুঞ্জ বহু	কুঞ্জে রহু	মাতিয়া।
মত্ত পিক-	দত্ত রবে	ফাটে মঝু	ছাতিয়া ॥
বল্লীযুত	মল্লীফুল-	গন্ধ সহ	মারুতা।
কুঞ্জকলি-	শৃঙ্গ অলি-	বৃন্দ কাহে	নৃত্যতা ॥
	সখি	মন্দ মঝু	ভাগিয়া।
কান্ত বিনা	ভ্রান্ত প্রাণ	কাহে রহু	বাঁচিয়া ॥ ধ্রু ॥
ভস্মতনু	পুষ্পধনু	সঙ্গে রস-	পূরিয়া।
অঙ্গ মঝু	ভঙ্গ করু	প্রাণ যাকু	ফাটিয়া ॥
পঞ্চ মঝু	দুঃখ হেরি	রোয়ে পঞ্চ-	পাখী রে।
বল্লী নব-	কুঞ্জ ভেল	তুঙ্গ ভয়-	ভাজী রে ॥
গচ্ছ সখি	পুচ্ছ কিবা	আনি দেহ	নাহ রে।
স্পর্শ-সুখ	দর্শ লাগি	লোচনক	আশ রে ॥

১২০ আর্ত-বিরহ ॥ গোবিন্দদাস চক্রবর্তী ॥

পিয়ার ফুলের বনে পিয়াসী ভ্রমরা।
পিয়া বিনু মধু না খায় উড়ি বুলে তারা ॥
মো যদি জানিতুঁ পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতুঁ বান্ধিয়া ॥ ধ্রু ॥
কোন নিদারুণ বিধি পিয়া হরি নিল।
এ ছার পরাণ কেন অবহুঁ রহিল ॥
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিশ্চয় মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ ॥
এইখানে করিত কেলি নাগররাজ।
কিবা হৈল কেবা নিল কে পাড়িল বাজ ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী ॥

ভূমিতে পড়িয়া কান্দে গোবিন্দদাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥

১২১ **প্রতীক্ষারতা** ॥ 'বড়ু' চণ্ডীদাস ॥

মেঘ-আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী॥
একসরী ঝুঁরো মো কদমতলে বসী॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥ ১॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ ॥ ল। ধ্রু॥
ভ্রমর ভ্রমরী সনে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকার-ডালে॥
মোঞঁ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবে যশোদার পুত॥ ২॥
বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভো না মেলিল মোরে নান্দের সুন্দর॥
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবে এ বিশেষ॥ ৩॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ
বিকশিত ফুলগন্ধ বহুদূর জাএ॥
এঁবে ঝাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

১২২ **বর্ষাগমে প্রতীক্ষারতা** ॥ 'বড়ু' চণ্ডীদাস ॥

ফুটিল কদমফুল ভরে নোআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল॥
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ॥ ১॥
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল॥ ধ্রু॥

মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর ॥
কাহ্নু বিণী সব থন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥ ২ ॥
পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে।
কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে ॥
অহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ।
বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ ॥ ৩ ॥
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

১২৩ **বিরহ-অনুতাপিনী** ॥ 'বড়ু' চণ্ডীদাস ॥

যেনা দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী ॥ আল ॥
এবেঁ মোর মণের পোড়নী ॥ আল বড়ায়ি গো।
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী ॥ আল ॥ ১ ॥
কমণ উদ্দেশে মো জাইবোঁ। আল বড়ায়ি গো।
কথা না সুন্দর কাহ্নু পাইবোঁ ॥ ধ্রু ॥
মুকুলিল আম্ব সাহারে।
মধুলোভেঁ ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
যেহ্নু লাগে কুলিশের ঘাএ ॥ ২ ॥
দেব অসুর নরগণে।
বস হএ মনমথবাণে ॥
না বসএ তথাঁ কি মদনে।
যে দিগেঁ বসে নারায়ণে ॥ ৩ ॥
পীন কঠিন উচ তনে।
কাহ্নাঞিঁ পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে ॥

তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে।
তা দেখিতে প্রাণ জাএব মোরে ॥ ৪ ॥
না শুনিলোঁ কাহ্নাঞিঁর বোলে।
না নয়িলোঁ কাহ্নাঞিঁর তাম্বুলে ॥
যত কৈলোঁ সব মতিমোষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৫ ॥

১২৪ **বিরহিণী-চাতুর্মাস্যা** ॥ সিংহ 'ভূপতি' ॥

মোর বনে বনে সোর শূনত
বাঢ়ত মনমথ-পীর ॥
প্রথম ছার অখাঢ় রে
অবহুঁ গগন গম্ভীর ॥
দিবস রয়না অয়ি সখি কৈছে মোহন বিনু যায়ে ॥ ধ্রু ॥
আওয়ে শাঙন বরিখে ভাওন
ঘন শোহায়ন বারি।
পঞ্চশর-শর ছুট রে কেঙ
সহে বিরহিণী নারী ॥
আওয়ে ভাদো বেগর মাধো
কাঁ-সো কহি ইহ দুখ।
নিভরে ডরডর ডাকে ডাহুক
ছুটত মদন-বন্দুক ॥
অছুহ আসিন গগন ভাখিণ
ঘনন ঘন ঘন বোল।
সিংহ ভূপতি ভণয়ে ঐছন
চতুরমাসিক রোল ॥

১২৫ বিরহিণী-বারমাস্যা ॥ বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস কবিরাজ ও গোবিন্দদাস চক্রবর্তী

গাবই সব মধুমাস
তনু দহ বিরহ হুতাশ।
হুতাশ-সাদৃশ চাঁদ চন্দন
মন্দপবন সন্তাপই
মাধবী-মধু- মত্ত মধুকর
মধুর মঙ্গল গাবই।
নব মঞ্জু বকুল- পুঞ্জ রঞ্জিত
চূত কানন শোহই
রস- লোল কোকিলা- কোকিলকুল-
কাকলী মন মোহই ॥ ১ ॥

মোহই মাধবীমাস
চৌদিশে কুসুম বিকাশ।
বিকাশ হাস বিলাস সুললিত
কমলিনী রস-জিম্ভিতা
মধু- পান-চঞ্চল চঞ্চরীকুল
পদুমিনী-মুখচুম্বিতা।
মুকুল-পুলকিত বল্লী তরু অরু
চারু চৌদিশে সঞ্চিতা
হাম সে পাপিনী বিরহে তাপিনী
সকল সুখ-পরিবঞ্চিতা ॥ ২ ॥

বঞ্চিত রহ নিশি-বাস
ভৈ গেল জেঠহি মাস।
মাস ইহ রহুঁ যাক পয়ে পহুঁ
সোই সুলখিনী কামিনী
যো কান্তসুখ সম্- ভোগে বঞ্চয়ে
চাঁদ-উজোর যামিনী।

দহই দাদুরী দিনহি বঞ্চয়ে
কেলি করয়ে সরোবরে
প্রেম-পেশলী পূরব প্রেয়সী
পেখি তাপিত অন্তরে ॥ ৩ ॥

অন্তরে আওয়ে আষাঢ়
বিরহী বেদন বাঢ়।
বাঢ় ফুল্লিত বল্লী তরুবর
চারু চৌদিগে সঞ্চরে
উতাপে তাপিত ধরণী মঞ্জরি
নিরখি নব নব জলধরে।
পপিহা পাখিয়া পিয়াসে পীড়িত
সতত পিউ-পিউ রাবিয়া
নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়ে
পিয়া সে পেখি না পাপিয়া ॥ ৪ ॥

পাপিয়া শাঙন মাস
বিরহী জীবনে নৈরাশ।
নিরাস বাসর- রজনি দশদিশ
গগনে বারিদ ঝম্পিয়া
ঝলকে দামিনী পলকে কামিনী
হেরি মানস কম্পিয়া।
পাপী ডাহুকী ডাহুকে ডাকই
ময়ূর নাচত মাতিয়া
একলি মন্দিরে অনিদ লোচনে
জাগি সগরি রাতিয়া ॥ ৫ ॥

রাতিয়া দিবসে রহুঁ ধন্দ
ভাদরে বাদর মন্দ।

মন্দ মনসিজ মনহি দহদহ
দহই মাঝত মন্দ
তরল জলধর বরিখে ঝরঝর
হামারি লোচন ছন্দ।
উছল ভূধর পুরল কন্দর
ছুটল নদনদী সিন্ধুয়া
হাম সে কুলবতী পরক যৌবতী
গমন জগ ভরি নিন্দুয়া ॥ ৬ ॥

নিন্দু আপন-পর ভাষ
ভৈ গেল আশ্বিন মাস।
মাস গণি গণি আশ গেলহিঁ
শ্বাস রহু অবশেষিয়া
কোন সমুঝব হিয়াক বেদন
পিয়া সে গেল পরদেশিয়া।
সময় শারদ চাঁদ নিরমল
দীঘ দীপতি রাতিয়া
ফুটল মালতী কুন্দ কুমুদিনী
পড়ল ভ্রমরক পাঁতিয়া ॥ ৭ ॥

পাতিয় শমনক লাই
আওল কার্তিক ধাই।
ধাই ষট্পদ লাই পদুমিনী
পাই কিয়ে রসমাধুরী
ওহি নিশঙ্কউ সঘনে চুম্বই
কোন বুঝে অছু চাতুরী।
যবহু পিয়া মঝু নেহ কয়লহি
মেহ-চাতক রীতিয়া
পিয়া সে দূরহি রোয়ে পাপিনী
ওই রহল কিরীতিয়া ॥ ৮ ॥

কি রীতি করব অব হামে
আওল আঘন নামে।
নাম শুনইতে উছল অন্তরে
সো রসসায়রে পেশলি
কৌন বিহি মঝু নাহ লে গেও
হাম সে পড়ি রহুঁ একলি।
শিশির নব নব তরুণ নব নব
তরুণী নবি নবি হোই রি
নেহ নব নব তেজি দারুণ
দেহ ধরু জনু কোই রি ॥ ৯ ॥

কোই করয়ে জনি রোখে
আওল দারুণ পৌখে।
পৌখ দিন মাহা স্থরয আতপ
পরশে কম্পন হোতিয়া
রজনী হিমকর দরশে দহদহ
হেরি সহচরী রোতিয়া।
কপট কানুক পীরিতি আগুনি
দরশ কথি জনি হোই রি
অতএ কুলশীল জীবন যৌবন
সখীক সঙ্গহি খোই রি ॥ ১০ ॥

খোই কলাবতী মানে
আওল মাঘ নিদানে।
নিদানে জীবন রহল সো পুন
মাঘ সমুঝল যাবই
মদন ধানুকী ফেরি আওল
সবহুঁ মঙ্গল গাবই।

রসাল নব নব পল্লব-চাপহি
মুকুল-শর কত জোই রি
ভ্রমর-কোকিল ফুকরি বোলত
মার বিরহিণী ওই রি ॥ ১১ ॥

ওই দেখহ অনুরাগে
ফাগুন আওল আগে।
আগে মঝু কছু আশ আছিল
নিচয় নাগর আওবে
বরিখ গেলহি অবধি ভেলহি
পুন কি পামরী পাওবে।
সোই নিরমল বদন-মাধুরী
দরশ কথি জনি হোয়
অতএ নিরগুণ জীবন তেজব
মরণ ঔষধ মোয় ॥ ১২ ॥

মোহে হেরি সখী কোই
চৌঠ মাস সবহুঁ রোই।
রোই ঝরঝর নিঝর লোচন
বিষম অব দৌ মাস
কতিহ অন্তর ততহি রহলিহ
হামারি গোবিন্দদাস।
আধ বরিখহি তাহি পামরি
দাস গোবিন্দদাসিয়া
অবহুঁ তব অব কবহুঁ না পাওব
রহল করমক নাশিয়া ॥ ১৩ ॥

১২৬ **বিরহিণী-বিলাপ** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

যাহে লাগি গুরুগন্- জনে মন রঞ্জলুঁ
দুরুজন কিয়ে নাহি কেল।

যাহে লাগি কুলবতী- বরত সমাপলুঁ
লাজে তিলাঞ্জলি দেল।
সজনি জানলুঁ কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরান ॥ ধ্রু ॥
যো মঝু সরস- সমাগম লালস
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক-কুঞ্জে জাগি নিশি-বাসর
পন্থ নেহারত মোরি ॥
যাহে লাগি চলইতে চরণে বেঢ়ল ফণী
মণি-মঞ্জীর করি মানি।
গোবিন্দদাস ভণ কৈছন সো দিন
বিছুরব ইহ অনুমানি ॥

১২৭ **বিরহিণী-বিলাপ** ॥ শঙ্করদাস ॥

যে মোর অঙ্গের পবন-পরশে
অমিয়া-সায়রে ভাসে।
এক আধ-তিলে মোরে না দেখিলে
যুগ শত হেন বাসে
সই সে কেনে এমন হৈল।
কঠিন গান্দিনী- তনয় কি গুণে
তারে উদাসীন কৈল ॥ ধ্রু ॥
পরাণে পরাণে বান্ধা যেই জনে
তাহারে করিয়া ভিন।
মথুরা-নগরে থুইলে কার ঘরে
সোঙরি জীবন ক্ষীণ ॥
কেমনে গোঙাব এ দিন-রজনী
তাহার দরশ বিনে।
বিরহ-দহনে এ দেহ মলিন
আকুল হইনু দীনে ॥

অন্তর-বাহির মলিন শরীর
জীবনে নাহিক আশ।
শুনি বেয়াকুল হইয়া ধাইয়া
চলিল শঙ্কর-দাস ॥

১২৮ **প্রেমকাতরা** ॥ গোবিন্দদাস চক্রবর্তী ॥

রসের হাটে বিকে আইলাঙ সাজিঞা পসার।
গাহক নহিল রে যৌবন ভেল ভার ॥
বড় দুঃখ পাই সখি বড় দুঃখ পাই।
শ্যাম-অনুরাগে নিশি কান্দিয়া পোহাই ॥
অরাজক দেশে রে জনম দুরাচার।
আপন ইচ্ছায় লুটে দোহাই দিব কার ॥
বসন্ত দুরন্ত বাত অনলে পোড়ায়।
চন্দ্রমণ্ডল হেরি হিয়া চমকায় ॥
মাতল ভ্রমরা রে রস মাগে তায়।
লুকাইতে নাহি ঠাঞি শিখি দরশায় ॥
দারুণ কোকিল প্রাণ নিতে চায়।
কুহু কুহু করিয়া মধুর গীতি গায় ॥
তোলা বিকে সব গেল বহি গেল কাজ।
যৌবনের সঙ্গে গেল জীবন বেয়াজ ॥
ফুলশরে জরজর হিয়া চমকায়।
গোবিন্দদাসের তনু ধুলায় লোটায় ॥

১২৯ **বিরহে সখীসংবাদ** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

শুনইতে কানু- মুরলী-রব-মাধুরী
শ্রবণ নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়ন-যুগ ঝাঁপলু
তব মোহে রোখলি ভোর ॥

সুন্দরি তৈখনে কহল মো তোয় ।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ালবি
জনম গোঙায়বি রোয় ॥ ॥ ধ্রু ॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপলালসে
কাঁহে সোঁপলি নিজ দেহা ।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপলাবণি
জীবইতে ভেল সন্দেহা ॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস-আশে ।
সো অব নয়ন- নীর দেই সীঁচহ
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে ॥

১৩০ **বিরহ বিলাপ** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

হরি নহ নিরদয় রসময়-দেহ ।
কৈছন তেজব নবীন সিনেহ ॥
পাপী অকূর কিয়ে গুণ জান ।
সব মুখ বারি লেই চলু কান ॥
এ সখি কানুক জনি মুখ চাহ ।
আঁচর গহি বাহুড়ায়হ নাহ ॥ ধ্রু ॥
যতিখনে দ্বিজকুল মঙ্গল ন পঢ়ই ।
যতিখনে রথ-পরি কোই ন চঢ়ই ॥
যতিখনে গোকুলে তিমির ন গিরই
করইতে যতন দৈবে সব ফিরই ॥
এতহুঁ বিপদে জীউ রহই একন্ত ।
বুঝলুঁ নেহারত লাজক পন্থ ॥
অতএ সে কী ফল দারুণ লাজ ।
গোবিন্দদাস কহে না সহে বিয়াজ ॥

১৩১ **উদ্বেগখিন্না** ॥ অজ্ঞাত ॥

হা হা প্রাণপ্রিয় সখী কিনা হৈল মোরে।
কানু-প্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে ॥
রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াথ না পাঙ।
যাহাঁ গেলে কানু পাঙ তাহাঁ উড়ি জাঙ।

১৩২ **বিরহপ্রবোধ** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

যব তুহুঁ লায়ল নব নব নেহ।
কেহু না গুণল পরবশ দেহ ॥
অব বিধি ভাঙ্গল সো সব মেলি।
দরশন দূলহ দূরে রহু কেলি ॥
তুহুঁ পরবোধবি রাইক সজনি।
যৈছন জীবয়ে দুয-এক রজনী ॥
গণইতে অধিক দিবস জনি লেখ।
মেটি গুণায়বি দুয়-এক রেখ ॥
তাহে কি সংবাদব পরমুখে বাণী।
কি কহিতে কিয়ে পুন হোয়ে না জানি ॥
এতহুঁ নিবেদল তুয়া পাশে কান।
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ ॥

১৩৩ **বিরহবিলাপ** ॥ নরোত্তমদাস ॥

কমল-দল আঁখি রে কমল-দল আঁখি।
বারেক বাহুড় তোমার চাঁদ-মুখ দেখি ॥ ধ্রু ॥
যে সব করিলে কেলি গেল বা কোথায়।
সোঙরিতে দুখ উঠে কি করি উপায় ॥
আঁখির নিমিখে মোরে হারা হেন বাসে।
এমন পিরিতি ছাড়ি গেলা দূর-দেশে ॥
প্রাণ করে ছটফট নাহিক সম্বিত।
নরোত্তমদাস-পহুঁ কঠিন চরিত ॥

১৩৪ **বিরহ-হুতাশ** ॥ শশিশেখর ॥

চিরদিবস ভেল হরি রহল মথুরাপুরী
অতএ হাম বুঝিএ অনুমানে।
মধুনগর-যোষিতা সবহুঁ তারা পণ্ডিতা
বান্ধল মন সুরতরতিদানে ॥
গ্রাম্য-কুলবালিকা সহজে পশুপালিকা
হাম কিয়ে শ্যাম-উপভোগ্যা।
রাজকুলসম্ভবা ষোড়শী নবগৌরবা
যোগ্যজনে মিলয়ে যেন যোগ্যা ॥
তত দিবস যাপই নিম্ব-ফল চাখই
অমিয়-ফল যাবত নাহি পাওয়ে।
অমিয়-ফল ভোজনে উদর-পরিপূরণে
নিম্বফল দিগে নাহি ধাওয়ে ॥
তাবত অলি গুঞ্জরে যাই ধুতুরা-ফুলে
মালতী-ফুল যাবত নাহি ফুটে।
রাই-মুখ-কাহিনী শশিশেখরে শুনি
রোখে ধনী কহয়ে কিছু ঝুটে ॥

১৩৫ **দশমদশা** ॥ শশিশেখর ॥

অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দমধুর-বহনা।
হরি-বৈমুখ হামারি অঙ্গ
মদনানলে-দহনা ॥
কোকিলকুল কুহু কুহরই
অলি ঝঙ্করু কুসুমে।
হরি-লালসে তনু তেজব
পাওব আন জনমে ॥
সব সঙ্গিনী ঘিরি বৈঠলি
গাওত হরিনামে।

যৈখনে শুনে তৈখনে উঠে
নবরাগিনী গানে ॥
ললিতা কোরে করি বৈঠত
বিশাখা ধরে নাটিয়া।
শশিশেখরে কহে গোচরে
যাওত জীউ ফাটিয়া ॥

১৩৬ **মাথুর-সখীসংবাদ** ॥ গোকুলচন্দ্র ॥

'ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং রহু
গচ্ছং মথুরায়ে।
ঢুঁডব পুরী পতি-প্রতীক্ষে
যাহাঁ দরশন পাওয়ে ॥'
'অতি ভদ্রং অতি ভদ্রং
শীঘ্রং কুরু গমনা।'
অবিলম্বে মথুরাপুরী
প্রবেশ করিল ললনা ॥
এক রমণী অল্পবয়সী
নিজপ্রয়োজন পূছে।
'নন্দ-জাত কৃষ্ণ খ্যাত
কাহার ভবনে আছে ॥'
শুনি সো ধনী কহই বাণী
'সো কাহাঁ ইহাঁ আওব।
বসুদৈবকী-সুত কৃষ্ণ খ্যাত
কংস-রিপু মাধব ॥'
'সোই সোই কোই কোই
দরশনে মঝু আসা।'
গোকুলচন্দ্র কহে—'যাও যাও
ওই যে উচ্চ বাসা ॥'

১৩৭ **বিরহসন্দেশ** ॥ মুরারি গুপ্ত ॥

কি ছার পীরিতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।
শফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই ॥
ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগবাতি
সে কেমনে রহে অযোগানে।
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসোঁ হেন
ঝাট আসি রাখহ পরাণে ॥
বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পীরিতি তোষে
স্থান-ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।
তার সাক্ষী পদ্ম ভানু জল-ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পীরিতি না রয় ॥
যত সুখে বাঢ়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদবন্ধু-ভাতি।
গুপ্ত কহে এক মাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহু-রাতি ॥

১৩৮ **প্রবোধ-পত্র** ॥ জগদানন্দ দাস ॥

যামিনীদিনপতি গগনে উদয করু
কুমুদ কমল ক্ষিতি মাঝ।
অপরশে তুহুঁক পরশ-বসকৌতুক
নিতি নিতি জগতে বিরাজ ॥
বর রামা হে বুঝবি তুহুঁ সুচতুর।
আপন পরাণ যাক করে সোঁপিয়ে
সো পুন কভু নহে দূর ॥ ধ্রু ॥
জীবন অবধি হাম আপনা বেচলুঁ
তন মন এক করি তোএ।
কিয়ে তুয়া বলবত প্রেম-পদাতিক
তিল-আধ না দেহ মোএ ॥

কাঞ্চন বদন- কমল লাগি লোচন-
মধুকর মরত পিয়াসে।
লিখনক আদি আখর মেলি সমুঝবি
কহে জগদানন্দ-দাসে ॥

১৩৯ আত্ম-বিলাপ ॥ চন্দ্রশেখর দাস ॥

কপট চাতুরী চিতে জনমন ভুলাইতে
লইয়ে তোমার নামখানি।
দাঁড়াইয়ে সত্যপথে অসত্য যজিব তাথে
পরিণামে কি হবে না জানি ॥
ওহে নাথ মো বড় অধম দুরাচার।
সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য না মানিলুঁ মুঞি ধিক
অতএ সে না দেখি উদ্ধার ॥ ধ্রু ॥

লোকে করে সত্য বুদ্ধি মোর নাহি নিজ শুদ্ধি
উদার হইয়া লোকে ভাঁড়ি।
প্রেমভাব মোরে করে নিজগুণে তারা তরে
আপনি হইলুঁ ছোঁচ-হাড়ী ॥
চন্দ্রশেখর-দাস এই মনে অভিলাষ
আর কি এমন দশা হব।
গোরা-পারিষদ সঙ্গে সংকীর্তন-রসরঙ্গে
আনন্দে দিবস গোঙাইব ॥

১৪০ প্রার্থনা ॥ নরোত্তমদাস ॥

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলকশরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর ॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥

রূপ-রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি॥
রূপ রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

১৪১ শোচক॥ শ্যামপ্রিয়া॥

প্রাণ ধরিব কেমনে প্রাণ ধরিব কেমনে।
দিবসে আন্ধার হৈল শ্রীমুরারি বিনে॥
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা হৈল বাদ।
আর কি রসিকানন্দ পুরাইবে সাধ॥
একে সে রসিকানন্দ রসের তরঙ্গ।
বসিলা রসিকানন্দ ক্ষীরচোরা-সঙ্গ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে হিয়া বিদরে হুতাসে।
দশদিগ শূন্য হৈল শ্যামপ্রিয়া ভাষে॥

১৪২ প্রার্থনা॥ নরোত্তমদাস॥

হরি হরি আর কি এমন দশা হৈব।
এ ভব-সংসার তেজি পরম আনন্দে মজি
আর কবে ব্রজভূমে যাইব॥
সুখময় বৃন্দাবন কবে পাইব দরশন
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেমে গদগদ হৈয়া রাধাকৃষ্ণ-নাম লৈয়া
কান্দিয়া বেড়াইব উচ্চ-রায়॥
নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া
ডাকিব হা প্রাণনাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নীরে
কবে খাইব করপুটে তুলি॥

আর কি এমন হৈব শ্রীরাস-মণ্ডলে যাইব
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট-ছায়া পাঞা পরম আনন্দ হৈয়া
পড়িয়া রহিব কবে তায়॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি দেখিব নয়ান ভরি
রাধা-কুণ্ডে কবে হৈবে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ-পতন হৈবে
আশা করে নরোত্তমদাস॥

১৪৩ প্রার্থনা॥ নরোত্তমদাস॥

হে গোবিন্দ গোপীনাথ
কৃপা করি রাখ নিজ সাথে।
কামক্রোধ ছয় জনে লৈয়া ফিরে নানা স্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে॥ ধ্রু॥
হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে কপট বৈষ্ণব-বেশে
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥
অনেক দুঃখের পরে লৈয়াছিল। ব্রজপুরে
কৃপা ডোর গলায় বাঁধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া।
পুন যদি কৃপা করি এ জনার কেশে ধরি
টানিয়া তোলহ ব্রজভূমে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল নহে বোল ফুরাইল
কহে দীন নরোত্তমদাসে॥

পরিচায়িকা

১

গীতগোবিন্দ থেকে। ভাষা সংস্কৃত। গানটির ছন্দ অভিনব। একছত্রের পদ, শম্‌ এনেছে ধুয়া। প্রথম ছত্রে অর্ধনারীশ্বর বিষ্ণুর বন্দনা। সেন-রাজাদের সময়ে বিষ্ণু-লক্ষ্মীর আলিঙ্গন-প্রতিমার পূজা অজানা ছিল না।

২

গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রথম জীবনে শক্তি-উপাসক ছিলেন, পরে বৈষ্ণব হন। গানটি তাঁর প্রথম জীবনের রচনা। বৃন্দাবনদাসের 'রসনির্যাস' পুঁথিতে গানটি উদ্ধৃত আছে।

৩

মাধব আচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি) থেকে নেওয়া। ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত।

৪, ৪৫, ৮৩-৮৬, ৯৩, ৯৪, ১০১, ১১৭, ১২৬, ১২৯, ১৩০, ১৩২

গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা। ব্রজবুলিতে পদ রচনায় এঁর বোধ করি সর্বাধিক দক্ষতা ছিল। জীব গোস্বামী এঁর রচনার অনুরাগী ছিলেন। তাঁর একটি চিঠিতে গোবিন্দদাসকে 'কবীন্দ্র' বলেছিলেন। গোবিন্দদাস প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন পরে বড় ভাই রামচন্দ্র কবিরাজের অনুসরণ করে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজরাজড়া ও ধনী সভায় গোবিন্দদাসের খুব খাতির ছিল।

৯৩ নং পদে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব সুর যোজনা করেছিলেন।

৫

নবদ্বীপে চৈতন্যের এক প্রতিবেশী বাল্যসখা ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন গদাধর মিশ্র। ইনি চৈতন্যের সঙ্গে পুরী-বাসী হয়েছিলেন। গানটির রচয়িতা নয়নানন্দ গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য।

৬

পদকর্তা শ্যামদাস সম্বন্ধে কিছু জানা নেই। ষোড়শ শতাব্দীতে এবং পরে এই নামে অনেক বৈষ্ণব মহান্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য ও তাঁর জীবনী লেখক শ্যামদাস আচার্য। আর একজন ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য শ্যামদাস চক্রবর্তী।

৭, ১১০, ১১২

বাসুদেব ঘোষ এবং তাঁর দুই ভাই গোবিন্দ ও মাধব চৈতন্যের নিষ্ঠাবান্‌ ভক্ত ছিলেন। বাসুদেব গান রচনায় দক্ষ ছিলেন, আর দুই ভাই নাচে ও গানে। বাসুদেবের চৈতন্যলীলা-ঘটিত পদগুলি উজ্জ্বল রচনা।

৮

নবদ্বীপে চৈতন্যের এক প্রতিবেশী ছিলেন ছকড়ি চট্ট। বংশীবদন তাঁর পুত্র। বয়সে চৈতন্যের চেয়ে কিছু ছোট, তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত। চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পরে বংশীবদন চৈতন্যের সংসারের তত্ত্বাবধান করতেন।

৯

উত্তররাঢ়ের এক জমিদার নরসিংহ শ্রীনিবাস আচার্যের অনুরক্ত ছিলেন। 'সহজিয়া' বৈষ্ণবেরা এঁকে 'রসিক' মহাজন বলে মনে করতেন। ১২৩ সংখ্যক পদের কবি 'সিংহ ভূপতি' ইনিই বলে বোধ হয়।

১০, ৪৯

পদকর্তা যদুনাথের পরিচয় অজ্ঞাত। নিত্যানন্দের এক অনুচর ছিলেন যদুনাথ কবিচন্দ্র নামে। যদুনন্দন নামে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে একাধিক বৈষ্ণব ভক্ত ও পদকর্তা ছিলেন। ছন্দের প্রয়োজনে তাঁরা 'যদুনাথ' নামও ব্যবহার করেছেন।

১১, ১৫, ১৬, ৩৭, ৪৩, ৫৩

বলরামদাস নিত্যানন্দের অনুচর ছিলেন। বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান জ্ঞানদাসের পাশে। তবে বাৎসল্যরসের সৃষ্টিতে তিনি অনন্য।

১২

বিপ্রদাস ঘোষ অল্পই পদ লিখেছিলেন। পদাবলী-কীর্তনের এক বিশেষ পদ্ধতি ('রেনেটী') এঁরই সৃষ্টি বলে শোনা যায়। একথা সত্য হলে বুঝব তিনি বর্ধমান জেলার উত্তর পূর্বাংশে রানীহাটী পরগনার লোক ছিলেন।

১৩

যাদবেন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের বংশধর।

১৪ ৯১

গান দুটির রচয়িতা বাসুদেবদাস সম্ভবত চৈতন্যের এক বিশিষ্ট অনুচর বাসুদেব দত্ত। এঁর লেখা অল্প কয়েকটি পদ পাওয়া গেছে।

১৭

নসির মামুদ সম্বন্ধে কিছু জানা নেই।

১৮

নরহরি চক্রবর্তীর আর একটি নাম ছিল ঘনশ্যাম। এঁর পদাবলীতে দুই নামই ভনিতারূপে ব্যবহৃত। নরহরি (এবং তাঁর পিতা) বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন (এবং মনে হয় এঁরা তাঁর বংশেরও লোক)। নরহরির প্রথম জীবন কেটেছিল বৃন্দাবনে। সেখানে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কাছে বৈষ্ণবশাস্ত্র পড়েছিলেন এবং সঙ্গীত শাস্ত্রও ভালো করে শিখেছিলেন। পদাবলী ছাড়া নরহরি লিখেছিলেন তিনখানি বৈষ্ণব-ইতিহাস গ্রন্থ, তার মধ্যে প্রধান ভক্তিরত্নাকর, সংস্কৃতে একটি সঙ্গীত বিদ্যার বই এবং বাংলায় একটি ছন্দ শাস্ত্রের। তা ছাড়া একটি সুবৃহৎ পদাবলী-সংকলন করেছিলেন 'গীতচন্দ্রোদয়' নামে। তাতে নিজের রচনাও যথেষ্ট আছে। ব্রজবুলিতে প্রাকৃতপৈঙ্গলের অনুসারে বিচিত্র ছন্দ রচনায় নরহরির খুব দক্ষতা ছিল।

১৯, ৪৬

লোচনদাসের পূর্ণনাম ত্রিলোচন দাস। ইনি শ্রীখণ্ডের নরহরিদাস সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। এঁর রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত গীত হত। লোচন অনেক

পদাবলী রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে কতকগুলি মেয়েলি ছাঁদে কথ্য ভাষায় ও ছড়ার ছন্দে লেখা। এই হিসাবে সমসাময়িক কবিদের তুলনায় লোচন অনেক অগ্রসর ছিলেন। লোচনের লেখা 'রাগাত্মিক' অর্থাৎ মিষ্টিক পদাবলীও আছে।

লোচনের অনেক গানের মতো এই গানটিও চণ্ডীদাসের নামে চলিত ছিল।

২০

মিথিলার পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি বাঙালী পদকর্তাদের গুরুস্থানীয় ছিলেন। অদ্বৈত বিদ্যাপতির গান জানতেন। চৈতন্য তাঁর গান ভালোবাসতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে অন্তত একজন বাঙালী পদকর্তা 'বিদ্যাপতি' ভনিতায় গান লিখেছিলেন। আলোচ্য পদটিতে গৌড়েশ্বরের উল্লেখ আছে। ভনিতার যে পাঠান্তর পাওয়া যায় তাতে নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহার নাম আছে। নাসিরুদ্দীন হোসেন শাহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। সুতরাং এ গানের রচয়িতা বাঙালী হওয়াই সম্ভব।

পদটিতে এমন কিছুই নেই যাতে বৈষ্ণব-কবির রচনা বলতেই হয়। গৌড়-সুলতানের সভাকবির রচনা, প্রেমের গান হিসেবেই বোধ হয় লেখা হয়েছিল। প্রাচীন কীর্তন-গায়কেরা এবং পদাবলী সংগ্রহকর্তারা গানটিকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের উক্তি বলে গ্রহণ করে গেছেন।

২১, ৫৭, ১২০, ১২৮

গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর রচনা। গোবিন্দদাস কবিরাজের মতো ইনিও বড় পদকর্তা এবং শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। ভাবের দিক দিয়ে চক্রবর্তীর রচনা কবিরাজের গানের চেয়ে বেশি ভালো লাগে। ইনি বেশির ভাগ গান বাংলায় লিখেছিলেন। তবে এঁর ব্রজবুলি রচনাও তুচ্ছ নয় কিন্তু তাতে বাংলার মিশ্রণ আছে।

২২, ১১৫

কবির গোটা নাম রামগোপাল দাস। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন-বংশের শিষ্য। ইনি 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী' নামে গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। তাতে বৈষ্ণব-অলঙ্কারশাস্ত্র অনুযায়ী নায়ক-নায়িকার ভাব ইত্যাদির বিচার আছে এবং উদাহরণ হিসাবে পদ ও পদাবলী দেওয়া হয়েছে। আসলে এইটিই পদাবলী-সংকলনে প্রথম পদক্ষেপ।

২৩, ৬১

রামানন্দ বসু ও তাঁর পিতা সত্যরাজ-খান দুজনেই পুরীতে চৈতন্যের কৃপালাভে ধন্য হয়েছিলেন। রামানন্দের পিতামহ মালাধর বসু ('গুণরাজ-খান') বাংলায় প্রথম কৃষ্ণলীলাকাব্য শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচয়িতা। মালাধর সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক সাহার কর্মচারী ছিলেন।

রামানন্দের রচনা জ্ঞানদাসের রচনা স্মরণ করায়।

২৪

'দ্বিজ' ভীম সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। গানটিতে তথাকথিত 'চণ্ডীদাসি' সুর আছে।

২৫, ৫৪, ৬২, ৬৯, ৭৭, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৭

জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের ভক্ত এবং তাঁর পত্নী জাহ্নবাদেবীর শিষ্য ও অনুচর ছিলেন। পদকর্তাদের মধ্যে জ্ঞানদাস বোধ করি শ্রেষ্ঠতম। রামানন্দ বসুর কোন কোন পদে জ্ঞানদাসের ভাব অনুভূত হয়।

২৬, ৮২

জগদানন্দ ঠাকুর সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন-বংশীয় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কবিদের কাজের সুবিধা হবে বলে ইনি একটি সমধ্বন্যাত্মক শব্দের ছন্দোময় কোষ রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন 'শব্দার্ণব' নাম দিয়ে।

২৭

গানটির রচয়িতা মনে হয় রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাসের বড় ভাইও শ্রীনিবাস আচার্যের এক প্রধান ও ভাবুক শিষ্য। নরোত্তমদাসের সঙ্গে রামচন্দ্রের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল।

২৮

ষোড়শ শতাব্দীর অন্ত্য ভাগে বাংলায় বৈষ্ণব সমাজের প্রধান নেতা ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। ইনি নিজে বাংলায় পদ লিখেছিলেন বলে বোধ হয় না। অনুমান করি গানটি আচার্যের প্রিয়তম শিষ্য গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর রচনা। চক্রবর্তীর বিশিষ্ট ভাবুকতার প্রকাশ এতে আছে।

২৯

গানটিতে সংস্কৃত কবিতার ছায়া আছে।

৩০

গানটি গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর রচনা হওয়াই বেশি সম্ভব।

৩১, ১০৪

যদুনন্দনদাস ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য এবং আচার্য-কন্যা হেমলতার অনুচর। যদুনন্দন আচার্য ও আচার্যকন্যার জীবনী অবলম্বনে 'কর্ণানন্দ' লিখেছিলেন। ইনি রূপগোস্বামীর বিদগ্ধ-মাধব নাটক ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত কাব্য বাংলায় রূপান্তরিত করেছিলেন।

৩১ সংখ্যক গানটি বিদগ্ধমাধব নাটকের একটি শ্লোকের ভাববিস্তার।

৩২, ১২১, ১২৩

গানগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে নেওয়া।

বড়ায়ি সম্পর্কে রাধার মাতামহী, পথে ঘাটে তার অভিভাবিকা। বৈষ্ণব-পদাবলীতে বড়ায়ির স্থানে পাই পৌর্ণমাসী, বৃন্দাদূতী অথবা সখী।

৩৩

গানটির রচয়িতা রায় বসন্ত গোবিন্দদাস কবিরাজের বন্ধু ছিলেন। ইনি প্রতাপাদিত্যের খুড়া বসন্ত রায় হতে পারেন। বসন্তরায়-প্রতাপাদিত্যের সভায় গোবিন্দদাসের গতায়াত ছিল বলে মনে হয়। তাঁর একটি গানের ভনিতায় প্রতাপাদিত্যের নাম আছে, প্রতাপাদিত্যের পুত্রেরও পদ আছে।

৩৪

ভনিতায় কবিনামে শ্রী-সংযুক্ত থাকায় বোধ হয় গানটি পরমেশ্বর দাসের কোনো শিষ্যের অথবা ভক্তের রচনা। কে এই পরমেশ্বর দাস জানি না।

৩৫

পুরীতে চৈতন্যের এক ভক্ত ছিলেন কানাই খুঁটিয়া। এ নামে আর কোনো কবির সন্ধান মিলছে না। ইনি যদি বাঙালী হন তবে গানটির রচয়িতা বলে তাঁকে আপাতত ধরতে পারি।

৩৬

উদ্ধবদাস নামে অন্তত দুজন বৈষ্ণব কবি ছিলেন। একজন ছিলেন লোচনদাসের জীবনী-কাব্য 'ব্রজমঙ্গল' রচয়িতা। আর একজন ছিলেন 'পদকল্পতরু' সংকলনকারী বৈষ্ণবদাসের বন্ধু। সম্ভবত শেষের ব্যক্তিই গানটি লিখেছিলেন।

৩৮, ৫২, ১৩৩, ১৪০, ১৪২, ১৪৩

শ্রীনিবাস আচার্যের বন্ধু নরোত্তমদাস (দত্ত) গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের ভাবুক সম্প্রদায়ের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন। উত্তরবঙ্গের এক বড় রাজকর্মচারী-জমিদারের ঘরের ছেলে ছিলেন ইনি, পিতার একমাত্র সন্তান। সংসারে থেকেও ইনি উদাসীন বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। পদাবলী-কীর্ত্তনের বিকাশে নরোত্তমের প্রযত্ন সর্বাধিক। ইনি স্বগ্রাম খেতরীতে যে বিরাট মহোৎসব করিয়েছিলেন তাতেই আসর-বাঁধা পদাবলী-কীর্ত্তনের সূত্রপাত। নরোত্তম বাংলায় অনেক লিখেছিলেন—পদাবলী এবং সাধনপদ্ধতি-নিবন্ধ। প্রার্থনা-পদাবলী ও 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

রসিক ভক্ত হিসাবে নরোত্তম বৈষ্ণব-সংসারে স্মরণীয়তমদের একজন।

৩৯

দিব্যসিংহ ছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র। এঁর এই একটি মাত্র পদই পাওয়া গেছে।

৪০, ৫৬

বৈষ্ণব সাহিত্যে, সংকলনগ্রন্থে এবং অন্যত্র, চণ্ডীদাস নামে যে সব পদ পাই সেখানে নামের আগে প্রায়ই 'দ্বিজ' বিশেষণ দেখা যায়। 'চণ্ডীদাস' নামে যে একাধিক পদকর্তা ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্য অনেক পদকর্তার রচনাও যে চণ্ডীদাসের নামে চলেছিল তাতেও দ্বিমত নেই।

৪১

মল্লভূমির অধিপতি বীরহাম্বির শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য হয়ে মল্লভূমিতে বৈষ্ণবতার স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। ইনি কালাচাঁদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গানটি সেই উপলক্ষ্যে লেখা। মনে হয় গানটি রচনা করেছিলেন গোবিন্দদাস চক্রবর্তী। মল্লরাজার সতীর্থ চক্রবর্তীর খুব খাতির ছিল সে রাজসভায়।

৪২

'যশরাজ খান' ছিলেন গৌড়-সুলতান হোসেন-শাহার (রাজ্যকাল ১৫৯৪-১৫১৯) সভাসদ। ইনি একটি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। গানটি তাতে ছিল। কাব্যটি এখন বিলুপ্ত। রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থে গানটি উদ্ধৃত হয়ে রক্ষা পেয়েছে।

৪৪

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রজমণ্ডলে বৈষ্ণব-আচার্যদের অগ্রণী ছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। ইনি ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী' টীকা লিখেছিলেন বৃদ্ধ বয়সে (১৭০৪)। তার কিছু আগে ইনি একটি পদাবলী-সংকলন করেছিলেন 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি' নামে। তাতে বিশ্বনাথের স্বরচিত গানও কিছু আছে। সে গানে ভনিতা 'হরিবল্লভ'। এ গানটিও তাই বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর রচনা।

বিশ্বনাথ সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন শিষ্য নরহরি চক্রবর্তী।

৪৭

গানটি গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা বলেই অনুমান করি।

৪৮, ৫৮, ৬৮

নরহরি দাস সরকার (ঠাকুর) সবংশ চৈতন্যভক্ত। জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ দাস সুলতান হোসেন-শাহার খাস চিকিৎসক ('অন্তরঙ্গ') ছিলেন। এঁদের পিতা নারায়ণ দাসও গৌড়ে রাজবৈদ্য ছিলেন। মুকুন্দ দাসের পুত্র রঘুনন্দন চৈতন্যের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। শ্রীখণ্ডের গুরুবংশের সূত্রপাত নরহরি ও রঘুনন্দন থেকে। গৌড়ের সঙ্গে রাঢ়ের সাংস্কৃতিক যোগপথের একটা বড় ঘাঁটি ছিল এঁদের স্থান।

নরহরি ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। পোর্তুগীজদের সঙ্গে তাঁর কারবার ছিল।

নরহরির কোনো কোনো পদে 'চণ্ডীদাসি' সুর আছে। চৈতন্যলীলা সম্বন্ধেও নরহরি গান লিখেছিলেন।

৪৯

যদুনাথদাস নামে একাধিক বৈষ্ণব মহান্ত ছিলেন ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে। নামটি যদুনন্দনের রূপান্তর হতে পারে। ১০ এবং ৩১ সংখ্যক পরিচায়িকা দ্রষ্টব্য।

৫০

উদয়াদিত্য প্রতাপাদিত্যের পুত্র। ৩৩ সংখ্যক পরিচায়িকা দ্রষ্টব্য।

গানটি রামগোপাল দাসের রাধাকৃষ্ণরসকল্পবলীতে পাওয়া গেছে।

৫১

'দ্বিজ' চণ্ডীদাস পদে বাশুলীর উল্লেখ 'বড়ু' চণ্ডীদাসের সঙ্গে যোগাযোগের ইঙ্গিত বহন করে। ৪০ সংখ্যক পরিচায়িকা দ্রষ্টব্য।

৫৫

ভনিতায় রাঘবেন্দ্র রায় হয়ত বসন্ত রায়ের পুত্র যিনি কচুরায় নামে পরিচিত ছিলেন। গানটি একটি পুঁথিতে পেয়েছি।

৫৯

গানটির প্রথম চার ছত্র প্রাচীন ধুয়া পদ। সন্ন্যাসের পর চৈতন্য শান্তিপুরে এলে পর অদ্বৈত আচার্য এই গান করিয়ে নেচেছিলেন। পরবর্তী ছত্রগুলি অন্য গান থেকে নেওয়া।

৬০, ১১৮

গান দুটিতে ভনিতায় বিদ্যাপতির ও গোবিন্দদাসের নাম আছে। এই যুক্ত-ভনিতার ব্যাপার তিনভাবে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ ১। প্রথম চার ছত্র বিদ্যাপতির প্রাচীন ধুয়া পদ, যা গোবিন্দ দাস বাকি ছত্রগুলি লিখে পূর্ণতর করেছেন; ২। বিদ্যাপতির কোনো এক গানের উত্তর দিয়েছেন গোবিন্দদাস এই গান লিখে; ৩। বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের বন্ধু ছিলেন অতএব একসঙ্গে লেখা।

৬১

পরবর্তী গানের সঙ্গে তুলনীয়।

৬২

পূর্ববর্তী গানের সঙ্গে তুলনীয়।

৬৩

ভনিতাহীন এই দানখণ্ড গান গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর রচনা হতে পারে। গানটির ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথের 'পসারিনী' ('কল্পনা'য় সংকলিত) কবিতায় আছে।

৬৪

এটিও দানখণ্ডের গান।

৬৫

দানখণ্ডের এই গানটির রচয়িতা গোপালবিজয়ের কবি হওয়া সম্ভব।

৬৬

রাধা ও কৃষ্ণের উক্তিপ্রত্যুক্তিময় গানটির রচয়িতা ঘনশ্যাম কবিরাজ ছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র, দিব্যসিংহের পুত্র। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গোবিন্দগতি বা গতিগোবিন্দের শিষ্য। 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' নামে ইনি বৈষ্ণব অলঙ্কারের বই লিখেছিলেন, তাতে গানটি আছে। গানটি একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদের মতো।

ঘনশ্যাম তাঁর পদাবলীতে পিতামহের রচনারীতি অবলম্বন করেছিলেন।

৬৭, ১৩৪

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা ছিলেন শশিশেখর। গানের ভাষায় প্রসন্নতা, ঢঙে নবীনতা এবং ছন্দে নমনীয়তা এনে ইনি কীর্তনগানে নবজীবন সঞ্চার করিয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত কীর্তনগানে গোবিন্দদাসের পরেই শশিশেখরের মর্যাদা।

৭০, ১০৬, ১৩৪, ১৩৫

'প্রেমদাস' ছদ্মনাম। আসল নাম পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ। ইনি অনেক কাল বৃন্দাবনে ছিলেন গোবিন্দমন্দিরে পাকশালায় সূপকাররূপে। কবি-কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক অবলম্বনে ইনি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী' কাব্য লিখেছিলেন (১৭১২)। সম্ভবতঃ ইনি বাগনাপাড়ার পাটের শিষ্য ছিলেন। এই পাটের সাধনমার্গের গ্রন্থ 'বংশীশিক্ষা' (১৭১৬) এঁরই রচনা।

৭১

গানটি চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবনদাসের রচনা বলে মনে হয় না।

৭২

গানটি নেপালে প্রাপ্ত এক পদাবলী-পুঁথিতে পাওয়া গেছে। রচয়িতা ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের (রাজ্যকাল ১৪৯০—১৫২২) রাজপণ্ডিত ছিলেন। অতএব পদাবলীটি বাংলায় লেখা প্রাচীনতম ব্রজবুলি রচনার মধ্যে পড়ে।

৭৩, ৭৯

এই গানটির রচয়িতা চন্দ্রশেখর। ৬৭ নং গানের রচয়িতা শশিশেখরের ভাই বলে এঁকে কেউ কেউ কল্পনা করেন। হয়ত সমার্থক নাম দুটি এক ব্যক্তিরই, ছন্দের প্রয়োজনে ব্যবহৃত (চন্দ্রশেখর : শশিশেখর)।

৭৪

রচয়িতার আসল নাম ছিল কি জীবনদাস 'চমূপতি'? তা যদি হয় তবে তিনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপাদিত্যের কর্মচারী ছিলেন। ভাব অর্থে 'পৈড়' শব্দটি উড়িয়া ভাষার।

৭৫

গীতগোবিন্দ হতে।

৭৬

'তরুণীরমণ' (পাঠান্তর 'তরণীরমণ') ছদ্মনাম। এই ভনিতায় অনেকগুলি রাগাত্মিক পদ মিলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এক ঐতিহ্য অনুসারে এ চণ্ডীদাসেরই এক ছদ্মনাম।

৭৮, ৮০

দীনবন্ধু দাস (অষ্টাদশ শতাব্দী) শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন-বংশীয়ের শিষ্য। ইনি 'সংকীর্তনামৃত' নামে একটি ছোট পদাবলী সংকলন করেছিলেন। ৭৭ সংখ্যক গানটি ৭৯ সংখ্যক গানের সঙ্গে তুলনীয়।

৮০ সংখ্যক গানের ভাষা লক্ষণীয়।

৮১

গানটির প্রসন্নগম্ভীর ভাষা লক্ষণীয়। কবি কি উৎকলনিবাসী ছিলেন?

৮৮, ১৩৭

মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের চেয়ে বয়সে কিছু বড়, শৈশবকাল থেকে তাঁর অনুরাগী ভক্ত। নবদ্বীপে চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন। মুরারি সংস্কৃত শ্লোকে চৈতন্যের জীবনী লিখেছিলেন। তা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা' নামে প্রসিদ্ধ। মুরারি বাংলা পদ অল্পই লিখেছিলেন। এই গান দুটি বৈষ্ণব-পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম।

৮৯

এই উৎকৃষ্ট গানটির রচয়িতা গোপালবিজয়ের কবিশেখর হতে পারেন।

৯০

সনাতন, রূপ ও অনুপম তিন ভাই সুলতান হোসেন শাহার বিশ্বস্ত অমাত্য ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সনাতনের পদবী ছিল 'সাকর মল্লিক' অর্থাৎ হিন্দু আমলে যাকে বলত 'প্রতিরাজ', রাজার প্রতিনিধি। মধ্যম রূপ ছিলেন 'দবীর খাশ', অর্থাৎ সুলতানের প্রাইভেট সেক্রেটারি। কনিষ্ঠ অনুপম টাঁকশালের কর্তা ছিলেন। বড় দু ভাই নিঃসন্তান। ছোট ভাইয়ের ছেলে জীব। চৈতন্যের দর্শন পেয়ে সনাতন ও রূপ সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবন আশ্রয় করেছিলেন। ছোট ভাই মারা গেলে তাঁর পুত্র বড় হয়ে বৃন্দাবনে জ্যেষ্ঠতাতদের কাছে চলে আসেন। বৃন্দাবনে এই তিন গোস্বামীর চরিত্র ও কীর্তি সুবিদিত।

সংসার ত্যাগ করবার আগে থেকেই সনাতন ও রূপ বৈষ্ণবভাবের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা রীতিমত ভাগবত পাঠ করতেন এবং কাব্যে ও শিল্পে কৃষ্ণলীলা অনুশীলন করতেন। গৌড়ে মন্ত্রিত্ব করবার সময়েই রূপ 'উদ্ধবসন্দেশ' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছিলেন। এই সময়ে তিনি জয়দেবের অনুসরণে কতকগুলি পদ লিখেছিলেন সংস্কৃতে। আলোচ্য পদটি তারই একটি। বড়

ভাই সনাতন ছিলেন রূপের গুরু। পদগুলিতে তিনি গুরুরই ভনিতা দিয়েছেন স্বার্থযোগে। পদগুলি যে সনাতনের নয় রূপের রচনা তা রূপেরই ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য জীব গোস্বামী লিখে গেছেন পদগুলির টীকায়।

৯২

গানটির রচয়িতা শেখর সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। এঁর একটি পদের ভনিতায় নসরৎ শাহার নাম আছে। বিদ্যাপতির নামেই গানটি চলে আসছে। কিন্তু প্রাচীনতম উদ্ধৃতি অনুসারে যে পাঠ আমরা নিয়েছি তাতে প্রচলিত পাঠের ভনিতা 'বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়ব হরি বিনু দিন রাতিয়া' সঙ্গতি ও লালিত্যহীন বোধ হয়।

গানটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব সুর দিয়েছিলেন।

৯৫

কবিবল্লভ অথবা 'কবি' বল্লভ নামে এক পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের বন্ধু ছিলেন। তিনি গানটির রচয়িতা হতে পারেন। গানটি বিদ্যাপতির লেখা বলে অনেকে মনে করেন।

৯৭

যশোদানন্দন সম্বন্ধে কিছু জানা নেই। সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক।

১০০

রামানন্দ রায় ছিলেন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতিরাজ। ইনি রাজমাহেন্দ্রীতে থেকে গজপতি রাজ্যের দক্ষিণভাগ শাসন করতেন। চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হবার পরেই ইনি রাজকার্য ছেড়ে দিয়ে ঘরে চলে আসেন পুরীতে, মহাপ্রভুর সঙ্গলোভে। বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং রসিক ভক্ত বলে চৈতন্য রামানন্দকে অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধা করতেন। গানটি রামানন্দ চৈতন্যকে শুনিয়েছিলেন রাজমাহেন্দ্রীতে গোদাবরী-তীরে। বৈষ্ণবীয় রসতন্ত্রের সাধকদের কাছে গানটির মূল্য অপরিসীম। উড়িষ্যায় লেখা ব্রজবুলি পদের এটি একটি ভালো ও প্রাচীন নিদর্শন।

রামানন্দ রায় সংস্কৃতে একটি কৃষ্ণলীলাত্মক নাটক লিখেছিলেন, নাম 'জগন্নাথবল্লভ'। এই নাটকে অনেকগুলি সংস্কৃত গান আছে। সে গান শুনতে চৈতন্য ভালোবাসতেন :

১০৩

গানটির রচয়িতা গোপালবিজয় প্রণেতা হওয়া সম্ভব।

১০৫

সৈয়দ মর্তুজা উত্তররাঢ় নিবাসী ছিলেন। উত্তরবঙ্গে কবি হেয়াৎ মামুদের রচনায় (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ) পীর সৈয়দ মর্তুজার উল্লেখ আছে। তিনিই এই কবি হওয়া সম্ভব।

১০৮

গোবিন্দদাস কবিরাজের এই পদটিতে অমরুশতকের একটি শ্লোকের ভাববিস্তার আছে।

১০৯

রাধামোহন ঠাকুর (মৃত্যু ১৭৭৮) শ্রীনিবাস আচার্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র, পদামৃতসমুদ্রের সংকলয়িতা ও তার সংস্কৃত টীকাকার, এবং মহারাজা নন্দকুমারের গুরু। ইনি অল্পবয়সেই বাংলায় বৈষ্ণব-সমাজের নেতা বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৃন্দাবনের ও বাংলার

বৈষ্ণবসমাজে, রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা অথবা পরকীয়া এই নিয়ে প্রচণ্ড মতভেদ দাঁড়িয়েছিল। জয়পুরের মহারাজার সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য বাদশাহী পরোয়ানা নিয়ে বাংলায় এসেছিলেন স্বকীয়-বাদ সংস্থাপন করতে। রাধামোহনের সঙ্গে তাঁর বিচার হয় ছমাস ধরে। বিচারে পরাজিত হয়ে কৃষ্ণদেব পরকীয়-বাদ স্বীকার করেন এবং রাধামোহনের শিষ্য হন। কৃষ্ণদেবের পরাজয়ের দলিল সই হয় বহু সাক্ষী রেখে এবং মুর্শিদকুলি খাঁর কর্মচারীর উপস্থিতিতে (১৭৩১)।

১১১

গোবিন্দ ঘোষ বাসুদেব ঘোষের ভাই। ইনি চৈতন্যের ভক্ত এবং নিত্যানন্দের অনুচর ছিলেন। অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা এঁরই কাজ।

১১৩

গানটি চৈতন্যের ভক্ত অনুচর বংশীবদনের রচনা হতে পারে।

১১৪

এই দীর্ঘ বারমাসিয়া চমৎকার গানটি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও আছে। পদকল্পতরুতে লোচনের ভনিতায় যে পাঠ আছে তা মোটামুটি অধিকতর সুসঙ্গত। রচনারীতিতে লোচনের ষ্টাইল লক্ষণীয়। আমরা গানটিকে লোচনদাসের রচনা বলেই নিয়েছি।

১১৬

পদকর্তা সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। গানটি পীতাম্বর দাসের 'অষ্টরসব্যাখ্যা'য় (সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ) সংকলিত আছে।

১১৯

গানটি রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটকের একটি সংস্কৃত গানের ব্রজবুলিতে অনুবাদ। লোচন নাটকটি পদ্যে রূপান্তরিত করেছিলেন।

১২৪

গানটি উত্তররাঢ়ের জমিদার নরসিংহের রচনা হওয়া সম্ভব। ৯ সংখ্যক পরিচায়িকা দ্রষ্টব্য।

১২৫

এই দীর্ঘ বারমাসিয়া গানটি তিন কবির মিলিত রচনা বলে উল্লেখ করেছেন রাধামোহন ঠাকুর তাঁর পদামৃতসমুদ্রের টীকায়। গানটির শেষ (১৩) স্তবক থেকেও তা বোঝা যায়। প্রথম দু' স্তবক (১—২) বিদ্যাপতির রচনা ('বিষম অব দৌ মাস'), মাঝের চার স্তবক (৩—৬) গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা ('কতিহু অন্তর ততহি রহলিহ হামারি গোবিন্দদাস'), শেষের স্তবকগুলি (৭—১৩) গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর রচনা ('আধ বরিখহি তাহি পামরি দাস গোবিন্দদাসিয়া')।

১২৭

পদকর্তা শঙ্করদাস সম্বন্ধে কিছু জানা নেই।

১৩১

গানটি প্রাচীন ধ্রুবা গীতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত।

১৩৬

গানটিতে শশিশেখরের ভঙ্গি অনুকৃত। ভাষায় সংস্কৃতের ফোড়নে দীনবন্ধুর একটি পদের ('নিজমন্দির তেজি গতং ঝটকং') সঙ্গে মিল আছে। কীর্তন-গানে সুরে তালে গানটি অত্যন্ত জমে।

প্রথম অংশে বৃন্দাবনে রাধা ও দূতী-সখীর সংলাপ। দ্বিতীয় অংশে মথুরায় মথুরাবাসিনীর সঙ্গে সখী-দূতীর সংলাপ।

১৩৮

জগদানন্দ ঠাকুর (২৬, ৮২) কিছু 'চিত্রগীত' লিখেছিলেন, যেমন এই গানটি। প্রত্যেক ছত্রের প্রথম অক্ষর জুড়লে হয়—'যাঅব আজি কি কালি' অর্থাৎ আজকালের মধ্যেই যাব। এই বলে কৃষ্ণ রাধাকে সান্ত্বনা বাণী পাঠালেন দূতী-সখীর হাতে সংকেতে।

১৩৯

গানটি মর্মস্পর্শী। মনে হয় চৈতন্যের কোন ভক্ত অনুচরের রচনা।

১৪১

গানটি নারীরচিত বৈষ্ণব-পদাবলীর একমাত্র খাঁটি নমুনা। রসিকানন্দ ছিলেন শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য। প্রধানতঃ এঁদেরই উদ্যোগে ধলভূম-ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটেছিল। রেমুনায় ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ-মন্দির প্রাঙ্গণে রসিকানন্দের সমাধি আছে।

শব্দার্থ-সূচী

[√ চিহ্ন ধাতু-বোধক। বন্ধনীস্থিত সংখ্যা পদসংখ্যা-সূচক।]

অকূর অক্রূর
অছুহ অশুভ
অবগাই অবগাহন করে, স্বীকার করে
অবহন এমন
√আউলা আকুল হওয়া, শিথিল হওয়া
আগ ওগো
আগলী অগ্রগণ্যা
√আগর আট্‌কানো
আঙ্গুলের নখ অর্থাৎ বাঘনখ
আত (১১৮) খর রৌদ্র
আন্তে এসে
√উগার উদ্‌গীর্ণ করা, বলা
উচকই চমৎকায়
উপচঙ্ক শঙ্কিত
উভ উচ্চ
উলথুল হুলুস্থুল
উলায়্যা নামিয়ে
উয়ে পোড়ে
একসরী একাকিনী
√এড় ছাড়া
এভোঁ এখনো
ওর পরপার, সীমা ; দিক।
ওহাড়িআঁ ঢাকা দিয়ে
কথা কোথা
কন্ত কান্ত
কবলে কবলে গ্রাসে গ্রাসে
কমন কোন্‌
কম্বুকন্দর শঙ্খগ্রীব
কল্যে করলে
কাকরু কার
কাচ (১১৩) সযত্ন রচনা
কাছনি কোমরবন্ধ
কান কৃষ্ণ
কানড় কানঢাকা
কামান ধনু
কালিনী, কালিন্দী যমুনা
কাঁ-সো কার সঙ্গে
কিশল কিশলয়
কুন্দার ভাস্কর
কুয়িলী কোকিলা
কেঙ কি করে
কোঁড়া চাবুক ; অঙ্কুর
ক্ষীরচোরা রেমুনায় গোপীনাথ বিগ্রহ
খরী দণ্ডায়মানা
খুরলি মধুর রব
খেয়াতি খ্যাতি
√খোয় ক্ষয় করা, হারানো
গটিল গড়া
গঙন গমন
গহি গ্রহণ করে
গাত গাত্র, গা
গান্দিনী-তনয় অক্রূর
গুরু-গরবিত গুরুজন ও বয়স্ক পরিজন
গেড়ুয়া বর্তুল, তোড়া
গোই গোপন করে
চিতাওত চিত্রকৃত
চীতক (১১৬) চিত্রের
√গোঙা কাল কাটানো

গোরী সুন্দরী
চঙ্ক চমক, উৎকণ্ঠা
চন্দ্রি চন্দ্রিকা, ময়ূরপুচ্ছ
চীত-নলিনী আঁকা পদ্ম
চুকলি (তুমি) শেষ করলে
চাঁছি জমাট ক্ষীর
ছরমে শ্রমে
ছর্দিত আবাসগৃহ
ছলি ছিল (স্ত্রীলিঙ্গ)
ছানি (৪১) ছেঁকে
জঞো যদিও
জনি যেন
জনি যেন না
জরি জরে, জীর্ণ হয়ে
জাবক আলতা
জিতল বিয়াধি বলবান্ ব্যাধি
জিদ্দ জেদ
জীতলি জয় করেছ
ঝটকং তাড়াতাড়ি
ঝম্পি ঝেঁপে
ঝামর ম্লান, শীর্ণ
ঝাঁপল ঢাকা, ঢাকা দিলে
√ঝুর, ঝূর চোখের জল ফেলা
টালনি উষ্ণীষশিখা
ঠারি চোখ ঠেরে
ডাহুকী ডাক-পাখি
তনী (১১৬) তনয়া
তওঁো তবুও
তরলে তরল-বাঁশের ঝাড়ে
তাহি তাকে
তিতিল সিক্ত হল
তীতি তিক্ত, অপ্রিয়
থায়ে থাকা যায়
থেহ স্থৈর্য ; থই, গভীরতা
থোর, থোরি অল্প, থোড়া
দাদুরি বেঙ
দামালিয়া দুরন্ত, চপল (শিশু)
দু-গুলি দু-গাছি
দুলহ, দূলহ দুর্লভ
দুরতর দুরন্ত, দুস্তর
দে দেহ
দে (৪৩) বর্ষামেঘ
দ্বন্দ্ব ধন্ধ, সন্দেহ
ধনি ধন্য
ধনি, ধনী ধন্যা, সৌভাগ্যবতী
ধাধসে অভ্যাসবশে
ধীর (৩১) ধৈর্য
ধীরহ (৭০) ধৈর্য ধর ।
ধীরে ধীরতা, ধৈর্য
নই নদী
নয়িলোঁ নিলুম
নহিয় হয়ো না
নহোঁ নই
না (অর্থহীন)
না নৌকা
নাইল এল না
নাটিয়া নাড়ী
নামতে থাকিয়া নীচে থেকে
নাহ স্নান করে
নিছনি নির্মঞ্ছন ; গামছা
নিদান পীড়ায় সঙ্কটাবস্থা
নিন্দ নিদ্রা
নিভর নির্ভর
নিরদ্বন্দ্বা নির্দ্বন্দ্ব, প্রসন্ন
নিরবহ নির্বাহ
নিশিবোঁ নির্মঞ্ছন হব, উৎসর্গ করব
নেত সূক্ষ্ম বস্ত্র
নেহ স্নেহ, প্রেম

পঙরলুঁ পার হলুম
পনী (কুমোরের) আগুন
পতিআশ প্রত্যাশা
পরতিত পরতীত, প্রতীত, প্রতীতি
পয়ে স্থানে, সঙ্গে
পরি উপরি, প্রতি
পরিযঙ্ক পর্যঙ্ক, ক্রোড়, শয্যা
পলাশা পত্রাঙ্কুর
পসাহনি বেশভূষা
পাউষ প্রাবৃষ, বর্ষাগম
পাঙরি (৭১) পদব্রজে
পাচনি গোরু-তাড়ানো লাঠি
পাতিয় পত্র, পরোয়ানা
√পাসর বিস্মৃত হওয়া
পাহুন বিদেশগত, পর্যটক
পীর পীড়া
পুনমতী পুণ্যবতী
√পৈঠ প্রবেশ করা
পৈড় ডাব
পোঙার প্রবাল, পলা
পৌখলী পৌষালী
√বঞ্চ (৬০) সময় কাটানো, বাঁচা
√বঞ্চ (৬৬) ঠকানো
বনি বেশভূষা করে, সুন্দরভাবে
বরিখন্তিয়া বর্ষণকারী
বা (১১) বায়ু
বাএ (১) বাজায়
বাধা, বাধা-পানই জুতা
বারি (৭০) বন্ধ করে
বালুকবেল তীরসিকতা
বাসলীগণ বাসলীর সেবক
√বাস- মনে করা, মনে হওয়া
বাঁচসি বঞ্চনা করছ
বাঁচি (৪৭) বঞ্চনা করে
বাহুড়া ফেরা, ফেরানো
বাহে বাহুতে
বাঁশিয়া বাঁশি-বাজিয়ে
√বিছুর বিস্মৃত হওয়া
বিন বিনা
বিষাইল বিষযুক্ত
√বিসর বিস্মৃত হওয়া
বিহড়াইল বিগড়ে দিলে
বীজই পাখা করে, হাওয়া খায়
বেগর বিনা
বেড়াইঞা বেষ্টন করে
বেশর নাকের দুল
√বৈঠি- বসা
ভই হয়ে, হল
ভরমই (৭৩) ভ্রমণ করে
ভরমহি (৭২) ভ্রমবশে
ভাওন ভাবনা, ভাবন
ভাখিণ ক্ষীণদীপ্তি
ভাদো ভাদ্রমাস
ভীত-পুতলী ভিত্তি-পুত্তলিকা
ভোকছানি ক্ষুধাতৃষ্ণাজনিত অবসাদ
ভোগ-পুরন্দর ইন্দ্রের ঐশ্বর্যশালী
ভোর ভুলবশে
ভোরনি যে বা যা ভোলায়
ভোরি ভুল করে
মড়ক বুঝিয়া গাছের ডাল পলকা নয় জেনে
মতিমোষে মতিভ্রমে
মাতরি-তাত মাতাপিতা
মাতা মত্ত
মিরিতি মৃতি, মৃত্যু
মুঢ়িত মণ্ডিত
মেটি মিটিয়ে, কমিয়ে
মো, মোঁ, মোঞ আমি

মোই আমাকে
মোতিম-দামিনী মুক্তামালা-পরিহিতা
মোর ময়ূর
মোহে আমাকে
যুগবাতি দীর্ঘকাল ধরে যে দীপ জ্বলবে
রজু রজ্জু, দড়ি
রাএ শব্দ
রায় শব্দ করে
√রো রোদন করা
রোখলি রুখে উঠলি
লহু ঈষৎ
লাই লাগল
লাই (১২৫) নিয়ে
লোণা লাবণ্যময়
লোর অশ্রু
শাঠি শঠনারী
শমনক (১২৫) শান্তির
শিষের মাথার
শূন (৩০) শূন্য
শোহায়ন শোভাকারী
সাত (৬১) সত্য
সমদি সংবাদ নিয়ে, খবর করে
সাহার সহকার, আমগাছ
সাঁচি সঞ্চিত করে
সিচয়া কাঁচুলি
সিনিঞা স্নান করে
সুখায়ে শুকায়
√সুধা জিজ্ঞাসা করা
সোহিনী রাগিণীর নাম ; শোভিনী
হ হও
হন্তিয়া আঘাতকারী
হালে কাঁপে

ভণিতা-সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

মুদ্রণপ্রমাদ

'কিংবা' স্থলে 'কিবা' (পৃ ২২, পদ ৩৩, ছত্র ১)

'মাঝত' স্থলে 'মারুত' (পৃ ৮১, ছত্র ২)